

আমার সর্পজ্ঞান কোন রূপে বাধিত হইল না। অতএব, ইহাকে সত্য বুলিতে হইবে।

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। আমরা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের সহিত পরিচিত। কোন বস্তু আজ আছে, কিন্তু যদি কাল না থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য বলিব? কোন বস্তু একমাস পূর্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহাকেই বা কি সত্য বলিব? এই আমার দেহ; কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা ছিল না, আবার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না; ইহা সত্য না মিথ্যা? আগ্রার তাজমহল, যাহা আজ আমার নয়ন বিনোদন করিতেছে, আকবর বাদশাহের সময়ে তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বৎসর পরে কোন ভবিষ্যৎ নৃপতির সময়েও তাহা থাকিবে না; ঐ তাজমহলকে কি সত্য বলিব? অদ্বৈতবাদীর মতে যাহা ত্রিকালে নির্বোধ নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের বর্তমানে, অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে বাধ আছে, ছিল বা হইবে, তাহা সত্য নহে, মিথ্যা।

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটি অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আমার অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিকালে তাহা অনুভূত হয় না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থাতেই নির্বোধ—কোন কালে, কোন অবস্থাতেই যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। এক ব্রহ্ম বস্তুতেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব ব্রহ্মই সত্য;—অন্য সমস্ত মিথ্যা।

জগৎ যখন মায়ামাত্র, কাল্পনিক, অসত্য, তখন অদ্বৈতমতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মায়া নাই, তাহার আবার মায়া-

ব্যথা হইবে কিরূপে ? অতএব জগতের সৃষ্টি অনেকটা “রাহো: শিরঃ” — শিরোহীন রাহুর শিরঃ—এই ধরনের কথা * ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতশ্চাভাবঃ । বিকারজাতশ্চানুভূতিধানাৎ * * মিথ্যা-
জ্ঞানবিজ্ঞানভিত্তিঃ নানাধম্ ।—২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য ।

‘ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । কার্য্য, বিকার,—অসত্য ; মিথ্যাজ্ঞানের বিজ্ঞান ।’ তথাপি ব্যবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে । এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । সাংখ্যেরা যে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সঙ্গত নহে । †

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । বাহ্য জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, তাহাতে ও ব্রহ্মে মাত্র নামরূপের ভেদ । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ।‡ যেমন কুণ্ডল, বগন্ন, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক সুবর্ণ বই আর কিছুই-নহে, সেইরূপ

* The fact being that strictly speaking there is with the Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can not exist for the Vedantist. The effect is always supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exists besides Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

† “ঈক্ষতে নীশবদ্” এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ও ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ের বিস্তার করিয়াছেন । ‘নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-বরূপাৎ সর্বজাতং সর্বশক্তে-
রীশ্বরাৎ জগজ্জনিস্থিতিপ্রলয়া নাচেতনাৎপ্রধানাদ্ অন্তরাশা ।’

‡ The substance of the world can be nothing but Brahman. It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.

— Max Muller's Indian Philosophy.

এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। কেবল নাম রূপের প্রভেদ মাত্র। কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয়; কাহারও নাম পর্বত, কাহারও নাম নদী। হারের রূপ এক প্রকার বলয়ের রূপ আর এক প্রকার; পর্বতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর এক প্রকার;—কেবল এইমাত্র ভেদ। নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত, কোনও ভেদ নাই। যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই বস্তুতঃ সুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যেও মাত্র নাম ও রূপের প্রভেদ। কাহারও নাম নদী কাহারও নাম পর্বত কাহারও রূপ মল্লশ্যোচিত, কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত ইহিলেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই জন্ত বলা হইয়াছে,—

বাচ্যরূপং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।

—ছান্দোগ্য, ৬।১।৪

“বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ। মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।”

অনেনৈব জীবেনাস্তানাংনুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরোৎ।

—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

‘তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন।’

তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭

‘তাহা নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন।’

আকাশোহৈব নামরূপয়োনিবর্তিতা।—ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১

‘আকাশই (ব্রহ্ম), নাম রূপের নির্বাহক।’

অতএব দেখা বাইতেছে, অদ্বৈতমতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য।

উভয়ের অবিদ্যাজনিত ব্যবহারিক (Phenomenal) সত্তা আছে মাত্র—

পারমাথিক (Real) সত্তা নাই।* শঙ্করাচার্য্য বলেন, সূত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়, সেই জন্য তিনি পারমাথিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্তা এবং ব্যবহারিক ভাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। “সূত্র-কারোপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ ‘তদন্তত্বম্’ ইত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েন তু ‘শ্রাণ্লোকবদ্’ ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি।”—২। ১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।

আমরা দেখিয়াছি অদ্বৈতমতে ঈশ্বর বা সত্ত্ব ব্রহ্মেরও পারমাথিক সত্তা নাই। তিনিও ব্যবহারিক (Phenomenal) মাত্র।†

অদ্বৈত বেদান্তমতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—বেই জীব, সেই ব্রহ্ম,—তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভজনীয় স্বতন্ত্র

* ‘The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if anything to do with the true Vedanta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the It.

If there is but one Brahman and nothing beside it * how then are we to account for the manifold? * * It can therefore be due only to what is called Avidya, Nescience.

—Max Muller’s Indian Philosophy, p, 223.

† শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন (২।১।১৫ সূত্রের ভাষ্য),—

এবমবিত্তাকৃতনামরূপোপাধানুরোধী ঈশ্বরো ভবতি, যোমেব ঘটকরকাহ্যুপাধানুরোধি।
স চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশস্থানীমান্ অবিজ্ঞাপ্রতাপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণ-
সংঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রত্যক্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্ অবিজ্ঞা-
ন্যকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্ত ঈশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বক্ ; ন পরমার্থভৌ-
বিজ্ঞানাপান্তসর্বোপাধিব্রূপ আত্মনি ঈশিজীশিতব্য সর্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে * *
পরমার্থাবস্থায়াম্ ঈশিজীশিতবাদিব্যবহারাত্যাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াম্ তুত্বঃ
প্রত্যক্টে ঈশ্বরব্যবহারঃ এব সর্বোৎকর্ষ এব ভূতাদিগতিঃ ইত্যাদি।

না হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে ? সেই জন্ত দেখা যায়, অষ্টেতী নিশ্চলদাস স্বকৃত ‘বিচার-সাগর’ গ্রন্থের প্রারম্ভে শিষ্ট প্রণালী নমস্কারপ্রথা রক্ষা করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যখন আমিই তিনি—“সোহং আপে আপ,” তখন,—

অক্লি অপার স্বরূপ মম, লহরী বিষ্ণু মহেশ ।

বিধি কবি চন্দা বরণ যম, শক্তি ধনেণ গণেশ ॥

‘যে সমুদ্রের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, যম, শক্তি, কুবের, গণেশ প্রভৃতি লহরী মাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র,’—তখন “কাকু করু প্রণাম”—‘কাহাকে প্রণাম করিব ?’ যদি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত ব্যাবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া না হয় ঈশ্বরকে প্রণাম কর ; তাহাও সম্ভবে না। কারণ,—

জা কৃপালু সর্বজ্ঞকে। হিয় দারত মুনি ধ্যান ।

তাকে। হোত উপাধিতে মোমে মিথ্যা ভাণ ॥

‘মুনিরা একজন কৃপালু সর্বজ্ঞ (ঈশ্বরকে) চিন্তে ধ্যান করেন বটে, কিন্তু তিনি ত’ উপাধির উপঘাত মাত্র—অলোক পদার্থ, মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি ; তাহাকে কিরূপ প্রণাম করা যায় ?’ এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চলদাসের আর প্রণাম করা হয় নাই।

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অষ্টেত-বাদে উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান আছে। তবে আমরা এখন উপাসনা অর্থে বাহ্য বুঝি, এ সে উপাসনা নহে। অষ্টেত-বাদীর উপাসনা,—“বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রকার”। এই উপাসনা ত্রিবিধ,—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাসনা। সাধক যজ্ঞের অঙ্গ-সমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিবেন। “ইদম্ উদগীথং ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত” * ‘এই উদগীথকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে) ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে’—ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ। এইরূপ—“লোকে পঞ্চবিধং

সামোপাসীত”—(ছান্দোগ্য ২।২।১), “বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত” (ছান্দোগ্য ২।৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয়। গীতা এইরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম সমাধিনা ॥

‘অৰ্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, কৰ্ম্ম ব্রহ্ম, —সাধক এইরূপ সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন।’

দ্বিতীয়—প্রতীক উপাসনা। “মনো ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত”, “আদিত্যো ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত”,—‘মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে’, ‘সূর্য্যকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে’,—ইত্যাদি প্রতীক উপাসনার উপদেশ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে এবং অত্রত্ৰও বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক উপাসনার মৰ্ম্ম এই—যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা। আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,—“সোহং”, “অহং ব্রহ্মাস্মি”—ইত্যাদি ভাব সাধনই আত্ম-গ্রহ উপাসনা। “তত্ত্বমসি”, “অন্নমাআ ব্রহ্ম”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে এই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিৰূপকর্ষণঃ ।

আদিত্যাদি মতয়শ্চান্দ উপপত্তেঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩-৬

সেই জন্ত ত্রায়-মালায় উক্ত হইয়াছে,—

বাস্তব বিরোধাতাবাদ্ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্ ।

‘যেহেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবনা কর।’

শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আত্মৈত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ । যন্তুক্তম্ ন বিরুদ্ধগুণরোক্তোক্তান্বয়সম্ভব ইতি । নায়ং দোষঃ । বিরুদ্ধগুণভাৱা মিথ্যাখোপপত্তেঃ ।—৪।১।৩ সূত্রের ভাৱ ।

‘আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে । যদি বল, ঈশ্বরে ও জীবে বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধগুণ-ভাব মিথ্যা (মায়িক মাত্র) ।’

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন জীব ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে, জীবমুক্তির অধিকারী হন । কারণ,

ভঃ যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ।

শ্রুতি বলিতেছেন, ‘যে বাহাকে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়’ । অতএব ব্রহ্ম-ভাবনারূপ চিন্তার ফলে সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যজ্ঞাবী । এইরূপে ব্রহ্ম অধিগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবমুক্তের সমস্ত সঞ্চিত কর্মের বিনাশ * এবং ক্রিয়মাণ কর্মের অগ্লেষ হয় । তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন,—

যথা পুঙ্করপলাশে আপো ন ল্লিষ্যন্ত এবম্ এবং বিদি পাপং কর্ম ন ল্লিষ্যতে ।

তদ্ যথা ঈষিকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদুয়েত এবং হস্ত সর্কে পাপানঃ প্রদুয়েন্তে ॥

সর্কে পাপানোহতো নিবর্তন্তে । উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি ।

‘যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না ।’

‘যেমন ঈষিকা (নল) তুলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয় ।’

‘তত্ত্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন ।’

তদধিগম উত্তরপূর্বাঘরোরগ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ।

ইতরস্তাপোষম্ অসংগ্লেষঃ পাতে তু ।

অনারম্ভকার্যো এব তু পূর্বে তদবধেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩-১৫

কেবল প্রারব্ধ কর্মের ভোগের জন্য জীবন্মুক্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। কারণ, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না। ঐ ভোগান্তে বধন তাঁহার দেহপাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন।

তন্তু ভাবদেব চিরং যাবন্ ন বিমোক্ষোহথ সংপৎস্তে।

‘জীবন্মুক্তের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; পরেই তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন।’

সাধারণ জীবের দেহান্তে উৎক্রান্তি হয়। অর্থাৎ, সে সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে গমন করে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদে এই উৎক্রান্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ কর্ম্মী দক্ষিণ মার্গে ধূম-যানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে লোকান্তরে পুণ্য পাপ ভোগ করিয়া তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু ঐহারা উচ্চ সাধক, সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা উত্তর মার্গে দেব-যান দিয়া সূর্য্যামণ্ডলে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। তাঁহাদের আর আবর্তন করিতে হয় না,—আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সত্যলোকে অবস্থানকালে তাঁহারা স্বরাজ্য সিদ্ধির অধিকারী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। *

আপ্নোতি স্বরাজ্যম্ আপ্নোতি মনসম্পত্তিং সর্ব্বং দেবা শুশ্রুম বালম্ আহরন্তি।

সংব্রহ্মাদেবাস্তু পিতরঃ সমুৎপ্ৰিষ্ঠস্তে। সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

মননৈতান্ কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা ভবতি।

‘তিনি স্বরাট্ হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন।’

তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়—কেবল সৃষ্টি স্থিতি সংহারে স্বাধিকার হয় না।

জগদ্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ্ অসর্গ্গিহিতাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

‘সংকল্প মাতেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন ।’

‘তাঁহার সমস্ত লোকে কাম-চার (ইচ্ছা-বিহার) হয় ।’

‘ব্রহ্মলোকে তিনি ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া রমণ করেন এবং হেচ্ছাক্রমে কায়-বুহ নির্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ করেন ।’

ঐ সত্যলোকে সত্ত্বগুণ ব্রহ্মোপাসক ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত তিনিও পরব্রহ্মে বিলীন হন । ইহার নাম ক্রম-মুক্তি ।

ব্রহ্মণা সহ তে সৰ্বে সম্প্রাপ্তে প্রতীসংকরে ।

পরশ্রান্তে কৃতান্বানঃ প্রাবিশন্তি পরং পদম্ ॥

‘যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন ।’

কিন্তু যিনি জীবমুক্ত—নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক,—প্রাণাত্ম্য হইলে তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না ।

ন তন্ত্ৰ প্রাণা উৎক্রান্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে ।

‘তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না ; এখানেই বিলীন হইয়া যায় ।’ তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

এষ সম্প্রসাদোহস্মাৎ শরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসংগচ্চ যেন রূপেণাভি নিম্পদ্যতে ।

‘ঐ জীব এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্বরূপে অবস্থিত হন ।’

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে সত্ত্বগুণ ও নিগুণ সাধনার ফলের তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন ;—

যে সত্ত্বগুণ-ব্রহ্মোপাসনাং সত্বেইব মনসা ঈশ্বরসামূহ্যং ব্রজন্তি * * অগত্বৎপত্তিব্যাপারং বর্জ্যরিদ্ধাহতম্ অগ্নিমানৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি ।

‘সাধকগণ সগুণ-ব্রহ্ম-উপাসনার ফলে মনের সহিত ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন ; মুক্তদিগের অণিমাди সমস্ত ঐশ্বর্য সিদ্ধ হয়, কেবল জগদ্ব্যাপারে (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কার্যো) অধিকার জন্মে না ।’

ঐরূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রম-মুক্তি হয় ।

কিন্তু—

ঐকান্তিকী বিহ্বঃ কৈবল্যাসিদ্ধিঃ ।—৩।৩।৪২ সূত্রভাষ্য ।

‘ব্রহ্মজ্ঞানীর ঐকান্তিক কৈবল্যাসিদ্ধি (বিদেহ-মুক্তি) হয় ।’

অতএব বিদ্যাই একমাত্র পুরুষার্থ ।

পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরাহণঃ ।—৩।৪।১০ সূত্র ।

অর্থাৎ, অদ্বৈতমতে নিগুণ উপাসনা—যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়— তাহাই শ্রেষ্ঠ ।

কারণ, এইরূপ নিগুণ সাধকের ক্রমমুক্তি হয় না ; জীবন্মুক্তির পর দেহ-পাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন । তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন ।

অবিভাগো বচনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি । এবং মূর্নৈবজানন্ত আত্মা ভবতি গোতম (কঠ, ৪।১৫) ইতি চৈবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি । নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ ।

“যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই থাকে, হে গোতম ! তত্ত্বজ্ঞানী মূনির আত্মাও ঐরূপই হয় ।” * কঠ উপনিষদের এই বাক্য এবং অন্ত্যাত্ম প্রতি বাক্য (যাহাতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে) মুক্তজীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং নদী

ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (সমুদ্রে মিলিত হইলে নদী যেরূপ সমুদ্রের সহিত একী-
ভূত হয়) এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিতেছে ।’

অতঃপর শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ভিচ্ছতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যোবং প্রোচ্যতে স এব অকলোহমৃতো ভবতি ।

—প্রশ্ন, ৩।৫

“মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া যায় ;
তখন সেই (মিলনের আশ্রয়) পুরুষ এইরূপে বর্ণিত হন । “সেই জীব
অকল (কলা-(অবয়ব) হীন), অমৃত (মৃত্যু-হীন) হন ।”

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্ম হন ।’ *

ইহাই অদ্বৈত-বাদার মুক্তি ।

* মুক্ত্যর্থরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্ ।—শ্রীমদালা ৪।৪।৪

নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ।—বৃহ, ৪।৪.২৩

‘মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ।’

‘তাঁহা ভিন্ন—ব্রহ্ম হইতে অন্য, দ্বিতীয় কিছুই নাই, যাঁহার দর্শন করিবে ।’

দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

Many stories have been printed of the marvellous magic of the Indian *Fakir* but the *Express* publishes one which it would be difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he saw the trick performed. The narrative is as follows :— We have all heard of the wonderful trick of the Indian *Fakir* whereby a person appears to climb up into the sky on a piece of rope or twine. Yet comparatively few of us have read detailed accounts of the manner in which it is performed. This is probably the greatest trick ever invented, for it is performed in the open—in any field or square. * *

The *Fakir's* paraphernalia usually consists of a small boy and a dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, shells, and what not.

Having selected his site the *Fakir* begins operations by producing a ball of string apparently from no-where, and, after tossing it about for a while, throws it high into the air, retaining the free end of the string in his hand. Then up and up goes the ball growing smaller and smaller the higher it goes, until it disappears from observation. To all appearance it has sailed up until it reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeared than the *Fakir* lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet off the ground to Heaven knows where.

The old man will then begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly, and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs, and tugs, remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summers climbing hand over hand up a line of cotton twine about the thickness of a large pin. Up and up, higher and higher, he goes, until he also appears to vanish behind

the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a sample of splendid rage that would make a name for any tragedian, the old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy? Allah forbid! I will teach them both; they may not trifle with one so old and wise." That is the substance of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most murderous-looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently he, too, disappears. By that time his audience, European as well as native, are gaping skywards like so many idiots. There is half a minutes' absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age—a dark object comes hurtling down from the sky, until, with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience.

When the writer last saw this feat performed, an army surgeon formed one of the party, and the medical man coolly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord. It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly cut muscles and the wind pipe, and the cleanly severed joints of the cervical vertebrae were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm, cut off through the shoulder joint. A moment later the other arm dropped,

The doctor said the *Fakir* carved cleverly enough to have been a Surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other, and finally the trunk. A moment later the old

man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, it was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife, still held between his teeth, was fairly dripping with blood. His eyes appeared wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger.

Then he collected the head, limbs and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and the knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff; he had not yet received any *baksish* and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy as sound in wind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and *salaaming* came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience, standing mystified, confused, flabbergasted.

On looking for traces of the recently committed tragedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago, no trace was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is, as far as the writer is aware, only one way in which people who have witnessed these genuine Hindu *fakir's* tricks account for them. The *fakirs* must mesmerise or hypnotise their audience, placing them in such a mental state that they imagine the whole performance—even the doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

আহাজীর বাৎসাহ এইরূপ ভোজবাজি এতদ্ব্যক করিয়া স্বর্ণচৈত আত্মজীবনোত্তে
নিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদান্ত-দর্শন

বিশিষ্টাদ্বৈত মত

বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেক বিষয়ে অদ্বৈতমতের বিরোধী। আমরা দেখিরাছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের স্বরূপ—নির্বিবাক্য, নিগুণ, সমস্ত-বিশেষ-রহিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন,—যিনি সমস্তদোষরহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, সেই সগুণ ব্রহ্মেরই শ্রুতি স্মৃতি, সর্বত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যতঃ সর্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পদং ব্রহ্মোত্তরলিঙ্গং উত্তরলক্ষণমভিধীয়তে ; নিরন্ত-নিখিল-দোষ-কল্যাণ-গুণাকর-লক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ ।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১১

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

ননু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভিঃ নির্বিশেষপ্রকাশকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে অনন্ত-সর্বজ্ঞসত্যকামদ্বাদিকং নেতি নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিবিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূত-মিত্যবগম্যত্বং তৎ কথং কল্যাণ-গুণাকরনিরন্তনিখিলদোষব্রহ্মপোত্তরলিঙ্গং ব্রহ্মণ ইতি তত্রাহ ।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১৪-১৭

“কেহ কেহ বলেন, ‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ স্ব-প্রকাশ এককেই বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে “নেতি নেতি” এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা, তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব, সত্য-স্বরূপত্ব, অগৎকারণত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব, সত্য-কামত্ব,—ইত্যাদি সগুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন সে ভাব অবাস্তব

—ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে আর তিনি কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত দোষরহিত,—তাহার এই উভয়-লিঙ্গ কল্পে প্রতিপন্ন হইবে ?”

এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতেছেন যে, ঐশ্বর্য্য, শ্রুতি, স্মৃতি, সর্বত্র ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত দোষ-রহিত এবং কল্যাণগুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করের মতে নিগুণ ব্রহ্মই সত্য—সগুণ নহেন এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নিগুণ নহেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতীরা বলেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাতাব ; সর্বিশেষ ব্রহ্মই প্রামাণিক। * ব্রহ্ম সর্বদাই মায়্যা-বিশিষ্ট।

মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।—খেতাবতর উপনিষদ্।

এই মায়্যা অর্থে অদ্বৈত-বাদীর অনির্বচনীয় অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকর্তা গুণাখ্যক প্রকৃতি।

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।—খেতাবতর উপনিষদ্

রামানুজের ভাষায় ব্রহ্ম “নিখিল-হেয়-প্রত্যনৌক” ও “কল্যাণ-গুণ-গণাকর”। তবে যে ব্রহ্মকে নিগুণ বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাতে প্রাকৃত হেয়গুণের লেশমাত্র নাই। †

বান্দেবঃ পরং ব্রহ্ম-কল্যাণগুণসংযুতঃ।

কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুর্বেব সনাতনঃ ॥

* কিন্তু সর্বপ্রমাণস্ত সর্বিশেষবিষয়তয়া নির্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেহপি সর্বিশেষমেব প্রतीयতে।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

অগ্রেহপি মায়্যশব্দমেব ব্রহ্ম, অতঃ সর্বদা বিশিষ্টমেব, ইতি সিদ্ধম্। * * তর্হি সর্বদা সর্বিশেষমেব ইতি সিদ্ধম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

† নিগুণবাদান্ত প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়তয়া ব্যবহৃতাঃ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ।

—ইত্যাদিভিঃ নিখিলহেয়প্রত্যনোকঃ কল্যাণগুণগণাকরত্বক অবগম্যতে

সম্বাদয়ে ন সম্বাদ্যে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণাঃ । * *

সগুণো নিগুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যো হ্যসৌ শ্রুতঃ ॥

ন হি তস্মৈ গুণাঃ সর্বৈ সর্বৈর্মুনিগণৈরপি ।

বক্তুং শক্যং বিযুক্তস্ত সম্বাদ্যৈরপিলৈগুণৈঃ ॥

এষ আত্মাপহতপাপা, পরাহন্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রুতে, তস্বঃ নারায়ণঃ পরম্
ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভিনারায়ণশ্চৈব পরতত্ত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত-
হেয়-গুণরহিতত্বেন নিগুণত্বমিতি বিষয়ভেদ-বর্ণনেনৈকশ্চৈবাবগমাদ্ ব্রহ্মত্বৈবৈধ্যং দুর্বচনমিতি
দিক্ ।—বেদান্ততত্ত্বসার ।

‘কল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম—মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর-
ব্রহ্ম’—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ যে হেয়গুণের বিপরীত ও কল্যাণ-
গুণের আধার—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং নিম্নোক্ত শ্রুতি ও
স্মৃতি বচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ত্ব, তিনিই দিব্য কল্যাণ-গুণ-সংযোগে
সগুণ ও প্রাকৃত হেয়গুণ-বিয়োগে নিগুণ : অর্থাৎ, সেই একই ব্রহ্ম-বস্তু
সগুণ ও নিগুণ, ইহাই স্মৃতি হইতেছে । কিন্তু ব্রহ্ম দ্বিবিধ,—ইহা
বলা সঙ্গত নহে । এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য, যথা—“বিষ্ণুই সগুণ ও
নিগুণ, তিনি জ্ঞানগম্য ।” “তিনি সম্বাদি অখিল-গুণ-বিযুক্ত । তাঁহার
সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না ।” “এই পরমাত্মা পাপ-
স্পর্শহীন ।” “ইহার বিবিধ পরা শক্তি শ্রুত হয় ।” “নারায়ণই পরতত্ত্ব,”—
ইত্যাদি । *

* With Ramanuja, Brahman is the highest reality, omni-
potent, omniscient ; but this Brahman is at the same time full
of compassion or love. * * According to Ramanuja Brahman
is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence,
power and mercy are ascribed to him ; while with Shankara, even
intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was
pure thought and pure being. Besides these qualities Brahman

বিশিষ্টাধৈত মতে ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপদান ।

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসম্বৃতঃ ।

ভুবনানামুপাদানঃ কর্তা জীবনিয়ামকঃ ।

‘কল্যাণগুণাবিত্ত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম । তিনি ভুবন সকলের উপাদান, কর্তা ও অন্তর্যামী রূপে জীবের নিয়ামক ।’

অর্থাৎ, ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ । তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি এবং তাঁহাতেই জগতের লয় ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রত্যভ্যাসংবিশন্তি । তৎ বিজিহাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ।

অর্থাৎ, ‘যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’ ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ । সেই জ্ঞাত সূত্রকার বাদরাশ্রয় সূত্র করিয়াছেন,—

is supposed to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Ramanuja admits is that they pass through different stages as Abyakta and Byakta, * * Brahman is to be looked on and worshipped as a personal God, the creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes, as much as the difference between a qualified and an unqualified Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy, pp. 247-248.

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one ; but his Brahman is in consequence hardly more than an exalted Isvara. He is able to perform the work of creation without any help from Maya or Avidya.—Ibid, p, 251.

জন্মান্তর্য বতঃ ।—ব্রহ্মহৃদ, ১।১।২

‘যাহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।’

বতো বস্মাৎ সর্বৈশ্বরাৎ নিখিলহেরপ্রত্যনৌকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাভাববিকাতিশয়া-
সংখ্যায়কল্যাণগুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্তন্ত ইতি সূত্রার্থঃ ।

—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

ঐ সূত্রের অর্থ এই,—‘যে সর্বশ্বর সকল হেরগুণের বিপরীত, সত্য-
সঙ্কল্পাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণগুণের আকর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান
পুরুষ হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-ব্রহ্ম)।’

অদ্বৈত-বাদীরা ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং “সত্যং
জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম,” ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ ।
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না ।
তাঁহারা বলেন, ‘জন্মান্তর্য বতঃ’ ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়—এই তিন পদার্থ ।

দ্রব্যং বেদা বিভক্তং জড়মজড়মিতি * * তত্র জীবেনভেদাৎ ।

দ্রব্য ত্রিবিধ—জড় ও অজড় । অজড় বা চিতের—জীব ও ঈশ্বর—এই
দুই বিভাগ ।

অদ্বৈতবাদীরা যে বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ এবং জীব ও জগৎ-
প্রাপক রজ্জুসূর্পের জ্ঞান অবিভার পরিকল্পনামাত্র—ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর
অনুমোদিত নহে ।

এবো হি তত্ত্ব সিদ্ধান্তঃ চিদচিদঈশ্বরভেদেন ভোগ্য-ভোগ্য-নিরামক-ভেদেন ব্যবহিতা-
—ব্রহ্মঃ পদার্থা ইতি । তদ্বাক্যম্,

ঈশ্বর শ্চিদচিদেতি পদার্থত্রিতয়ং হিঃ ।

ঈশ্বরশ্চিদ ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিদ পুনরিতি ।

—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

‘রামানুজাচার্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ । চিদ, অচিদ ও ঈশ্বর,—এই

ত্রিবিধ পদার্থ। চিৎ=ভোক্তা অচিৎ=ভোগ্য ও ঈশ্বর=নিয়ামক। ইহার সমর্থন জ্ঞাত তিনি নিয়োক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‘ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—পদার্থ এই তিনটি ; হরি হন ঈশ্বর, জীব চিৎ এবং দৃশ্য (জড়) অচিৎ ।’

এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন,—

উদগীতমেতৎ পরমহু ব্রহ্ম তস্মিন্ ব্রহ্ম স্প্রতিষ্ঠাকরক ।

‘এই যে পরব্রহ্ম ইনি অক্ষর ; ইহাতে তিনটি স্প্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ উদগীত হইয়াছে ।’

এই তিনটি কি কি ? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর), কারণ, অন্ততঃ শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারক মত্বা ।

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ও বলিয়াছেন,—

ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যম্ ইতরং সর্বম্, প্রেরিতা অণুব্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি ।

অর্থাৎ, ‘পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব ।’

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও বিশিষ্টাধৈত মতে তাহারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। কারণ, ঈশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েতেই অস্তুর্য্যামীরূপে অবস্থিত আছেন।

পরমেশ্বরস্যৈব ভোক্তৃভোগ্যচোরভয়োরস্তুর্য্যামীরূপেণাবস্থানম্ । —সর্বদর্শনসংগ্রহঃ ।

‘পরমেশ্বরই ভোক্তা ভোগ্য উভয়েতেই অস্তুর্য্যামীরূপে অবস্থান করিতেছেন ।’ অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়—উভয়েরই অস্তুর্য্যামী।

সেইজ্ঞাত বিশিষ্টাধৈতবাদীরা এই উভয়কে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । *

Chit and Achit, what perceives and what does not

• তদেতৎ কার্যাবস্থন্ত চ কারণাবস্থন্ত চ চিদচিদবস্তুনঃ সকলন্ত স্থূলন্ত সূক্ষ্মন্ত চ পরব্রহ্ম-
শরীরত্বম্ ।—২।১।১৫ সূত্রের অর্থার্থ ।

‘কার্যাবস্থাপন্ন ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ—স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্ত
বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর ।’

এ কথার সমর্থনের জন্ত শ্রীরামানুজ নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য
উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ * * যন্ত পৃথিবী শরীরঃ * * যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ * * যন্ত
বিজ্ঞানং শরীরং য আত্মানং তিষ্ঠন্ যন্তাত্মা শরীরম্ ইত্যাদি ।—অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ ।

‘জগৎ সর্বং শরীরং তে’, ‘যদম্মু বৈকবঃ কারঃ’ ‘তৎ সর্বং বৈ হরেন্তমুঃ’ ; ‘তানি
সর্বাণি তদ্ বপুঃ’ ; সোহভিধ্যায় শরীরাত্ম স্বাত্’ ।

‘যিনি (অন্তর্যামী রূপে) পৃথিবীতে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাহার শরীর ;
যিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান যাহার শরীর , যিনি আত্মাতে রহিয়াছেন,
আত্মা যাহার শরীর ।’

‘সমস্ত জগৎ তোমার শরীর ; ‘যে অম্মু (কারণাব) বিষ্ণুর শরীর’ ।
‘সে সমস্তই শ্রীহরির তমু ;’ ‘সে সমস্তই তাহার বপু’ । ‘তিনি অমুখ্যান
করিয়া নিজের শরীর হইতে (প্রজা) সৃষ্টি করিলেন ।’

তাহাই যদি হইল,—যদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এই তিন পদার্থ
স্বীকার্য্য হইল. তবে যে শ্রুতি—

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন । একমেবাদ্বিতীয়ম্ । আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ ।

“এখানে নানা (বহুত্ব) নাই,” “ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়,” “অগ্রে এই
পরমাআই ছিলেন” ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি ? ঐ
সকল একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে ? তদন্তরে বিশিষ্টা-
দ্বৈত-বাদীরা বলেন, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই নানাত্ব-নিষেধের

perceive—soul and matter, form, as it were, the body of
Brahman, are in fact modes (Prakara) of Brahman.—Max
Muller's Indian Philosophy.

উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনা মাত্র ; কিন্তু এই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা (aspect) মাত্র ।

একমেব ব্রহ্ম নানাত্বত্চিৎপ্রকারং নানাভেদাবস্থিতম্ ।—সর্বদর্শনসংগ্রহ ।

‘একই ব্রহ্মের নানাত্বত্ চিৎ অচিৎ প্রকার ভেদ । তিনি নানারূপে অবস্থিত ।’ *

একস্তেব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সৰ্বং চেতনাচেতনাস্বকং বস্তু ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

‘চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম পদার্থেরই শরীর, অতএব তাঁহারই প্রকার মাত্র ।’

শ্রুতি, ব্রহ্মকে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অণ্ড কোন বস্তু নাই । ঐ শ্রুতির অতিপ্রাণ এই, প্রলয়ে প্রকৃতি-পুরুষ নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়া অনির্দেশ্য ভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

তদ্ব্যক্তং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ । নামরূপাত্ম্যং ব্যাক্রিয়তে ।

‘প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে ; পরে (সৃষ্টিতে) তাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হয় ।’

বিশিষ্টাঐশ্বত-বাদীরা বলেন,—

বস্তুস্তর বিশিষ্টৈশ্বব অধিতীয়ং শ্রুত্যাতিপ্রায়ঃ ।

এবং তাঁহারা এই কথার সমর্থনের জন্ত এই সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করেন,—

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টঃ স্বমায়য়া ।

সংসৃজ্য কালকলয়া কল্লাভ ইদমীশ্বরঃ ।

এক এবাধিতীয়োহভূদান্নাধারোহধিলাভয়ঃ ।

‘মহোৎসব সৰ্বলং জাতং ময়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং ।
 ময়ি সৰ্বং লয়ং বাতি তদ্ ব্রহ্মাণ্যমস্মাহনং ॥
 ‘অক্ষরং তমসি লীয়তে । তমঃ পরে দেবে একীভবতি ।
 ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে ।
 আভূতসংস্রবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্ ।
 একন্তিষ্ঠতি সৰ্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

‘নারায়ণ দেব এক ও অদ্বিতীয় । তিনি মায়াবলে পূৰ্ব্ব-সৃষ্ট জগৎ কাল-
 কলার দ্বারা কল্লাস্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত
 থাকেন । সমস্ত আত্মা তাঁহাতে নিহিত থাকে এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে
 বিলীন থাকে ।’

‘আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে,
 আমাতেই সমস্ত বিলীন হয় ; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই ।’

‘অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্রকৃতি পরমেশ্বরে একীভূত হয় ।’

‘যখন ব্রহ্মাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন ভূত
 সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়,
 তখন সৰ্ব্বাত্মা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই বিরাজিত থাকেন ; তিনিই নারায়ণ
 প্রভু ।’

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ‘একমেবা-
 দ্বিতীয়ম্’ শ্রুতির ঐকরূপ অর্থ করেন,—

তদানীং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্টত্বৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্ । * *
 তদনাদিহেহপি অবিভাগ উপপদ্যতে, যতন্তং কেব্রহ্মবস্ত তদানীং পরিত্যক্তানরূপং
 ব্রহ্মশরীরতর্যাপি পৃথগ্ব্যাপদেশানর্থমতিসূক্ষ্মম্ ।—বেদান্ততত্ত্বসার ।

‘প্রলয়ে সূক্ষ্মতাবাপন্ন জীব ও জড় ব্রহ্মে বিলীন থাকে । তখন তদ্বিশিষ্ট
 ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না । সেই জন্ত তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলা
 হয় । যদিও জগৎ অনাদি, কিন্তু প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

হইয়া যায়। কারণ, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অতিসূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্ উপলব্ধি হয় না।’

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্ত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ব্রহ্মের দুই অবস্থা,— কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা—স্বীকার করেন। যখন প্রকৃতি জীব ও জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া যায়, যখন সেই সূক্ষ্ম দশাতে তাহাদের নাম-রূপের বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার যখন সৃষ্টিতে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত, স্থূল অবস্থা ধারণ করে, তখন ব্রহ্মের কার্যাবস্থা। সে অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্য জড় জগৎ),—ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন (দেহ)—এই ত্রিবিধ আকার ধারণ করে।

নামরূপ-বিভাগানর্হ-সূক্ষ্ম-দশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থং জগতুদাপত্তি-
রেব প্রলয়ঃ ; নামরূপবিভাগ-বিভক্ত স্থূল-চিদচিদ-বস্তু-শরীরং ব্রহ্ম কার্যাবস্থং ব্রহ্মণস্তথাবিধ-
স্থূল-ভাবচ্চ সৃষ্টিরিত্যাভিধীয়তে।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

‘কারণাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম রূপের ভেদ-রহিত সূক্ষ্ম-দশাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ শরীর ; জগতের ব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই প্রলয়। আর কার্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন, স্থূল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর, ব্রহ্মের সেইরূপ স্থূলভাবেই সৃষ্টি বলে।’

পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্যাবস্থং সূক্ষ্মস্থূলচিদচিদ বস্তু শরীরতয়া সর্বদা সর্বান্ন-
ভুতম্।—১।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

‘পর-ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-ভাবাপন্ন প্রকৃতি-পুরুষ তাঁহার শরীর এবং কার্যাবস্থায় স্থূল-ভাব প্রাপ্ত প্রকৃতি-পুরুষ তাঁহার শরীর। অতএব, তিনি সর্বদাই সকলের আত্মরূপে অবস্থিত।’

অতএব,—

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ ।

‘আদিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না’—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—একীভূত ছিল। ইহার দ্বারা স্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না। জগৎ স্থূলরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব, সূক্ষ্ম চিৎ ও জড়-বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কাবণ ।*

তবে যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয়, তদনন্তরম্ আর-স্তণশদাদিত্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫) এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হইল, একরূপ বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তাঁহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাঁহাকে জানিলে কি আর অজ্ঞাত থাকিতে পারে ?

* নমু আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ, ইতি প্রাক সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ-বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্। উচ্যতে। ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন ভাতানি জীবান্ত যৎপ্রকৃত্যভিসংবিশন্তি’ ইতি পরিব্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপন্ত্য। ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রাপ্যতে, নতু স্বরূপনিবৃত্তিঃ। ‘অক্ষরঃ তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি’ ইতি তমঃশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মাত্মকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ্গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ।

‘আদিতে এ জগৎ আত্মাই ছিল’ এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণত্ব উপপন্ন হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, “যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি এবং যাঁহার দ্বারা প্রলয় সিদ্ধ হয়, তিনি ব্রহ্ম” এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা জগৎ স্থূল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না। “তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়”,—এই বাক্যে তমঃ শব্দবাচ্য প্রকৃতি পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। একীভাব অর্থে—সেই অবস্থা, যে অবস্থায় বস্তুকে পৃথক-রূপে গ্রহণ করা যায় না।*

কার্যমপি সৰ্বং ব্রহ্মৈব ইতি কারণভূত ব্রহ্মাস্তজ্ঞানাদেব সৰ্ববিজ্ঞানং ভবতীতি এক-
বিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানস্য উপপন্নতরহাৎ ।—সৰ্বদৰ্শন-সংগ্রহে রামানুজদৰ্শন ।

‘সমস্ত কার্যই ব্রহ্ম ; তাহাদিগের কারণভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই
কার্যেরও জ্ঞান হয় । শ্রুতি যে, ‘এক বস্তু জানিলেই, সকলই জ্ঞাত হইবে’
—এরূপ বলিয়াছেন, তাহাও এইভাবে সঙ্গত হইতেছে ।’

অত্রেদং তত্ত্বং চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সৰ্বদা সৰ্বশকাভিধেয়ং । তৎ-
কদাচিৎ স্বম্মাৎ স্বশরীরতয়াহপি পৃথগ্‌ব্যপদেশানহস্যম্মদশাপন্নচিদচিদ্বস্তুশরীরং তৎ
কারণাবস্থাং ব্রহ্ম । কদাচিদ্ চ বিভক্ত্যনামরূপব্যবহারাইস্থলদশাপন্ন চিদচিদ্বস্তুশরীরং
তচ্চ কার্যাবস্থমিতি কারণাৎ পরম্মাৎ ব্রহ্মণঃ কার্যরূপং জগদনন্তং ।

—২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

অন্তঃ সৰ্বাবস্থাং ব্রহ্ম চিদচিদ্ বস্তু শরীরমিতি স্তূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং তদেব
ব্রহ্ম স্থলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্যমিতি জগদ্‌ব্রহ্মণোঃ সামান্যধিকরণ্যোপপত্তিঃ ।
—২।১।২৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

‘এ বিষয়ে তত্ত্ব এইরূপ । ব্রহ্মই সৰ্বদা “সৰ্ব” শব্দের বাচ্য ; কারণ
চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকার মাত্র । তাঁহার কখনও
কারণাবস্থা, কখনও কার্যাবস্থা । কারণাবস্থার স্তূলদশাপন্ন, নাম-রূপের
স্বাতন্ত্র্যরহিত জীব ও জড় তাঁহার শরীর এবং কার্যাবস্থার স্থলদশাপন্ন নাম-
রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর । কারণ, পরব্রহ্ম হইতে
তৎকার্য জগৎ অভিন্ন ।’

‘অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর । কারণব্রহ্মের
স্তূল জীব ও জড় শরীর ; কার্য-ব্রহ্মের (যাঁহার নাম জগৎ) স্থল জীব
ও জড় শরীর । এই ভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপপন্ন হইতেছে ।’

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার
অর্থ এরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞান মাত্র—মার্মিক অবস্তু । জগৎকে
অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য এই, জগৎ যখন পরিণামী ও বিকারশীল,

জগৎ যখন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় ইহা অবস্থ বৈ আর কি ?

“বিকারজননীমজ্জাম্, নিত্যং সততবিক্রিয়ামি” ত্যাতিতিরিত্তাঃ সবিকারত্বেন সতত-
পরিণামিত্বেন চৈকরূপাভাবান্ন ব্রহ্মসমানসত্তাকঙ্কম্। অত এবেরমনৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে।
— বেদান্ততত্ত্বসার।

“জগৎকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃতি যখন বিকারী অড় বস্তু, প্রকৃতি যখন নিরন্তর পরিণামী, প্রকৃতি যখন একরূপে অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেভাবে অবস্থান করেন),—তখন তাহার ব্রহ্মের সমান সত্তা কিরূপে হইবে?”

জগৎ যে ভ্রম নহে,—মার্মার বিজৃম্বণ, বিজ্ঞান মাত্র নহে, এ কথা প্রতিপাদন করিবার জন্ত বিশিষ্টাষ্টৈত-বাদীরা অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্ ন বাহার্থোহন্তি ইত্যেবং প্রাপ্তে অচক্ষ্মহে নাত্তাব উপলব্ধিমাতি। — ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৭

জ্ঞানব্যাতিরিক্তস্য অভাবো বা ব্যক্তুং ন শক্যতে কুতঃ উপলক্ষে জাতুরাস্বনোহর্থবিশেষ-
ব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলক্ষেঃ * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমপ্যর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * *
যৎ পটৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তং তত্রাহ * * বৈধর্ম্মাচ্চ ন
স্বপ্নাদিবৎ। — ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮।

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্মাজাগরিতজ্ঞানানাম্ অর্থশূন্যত্বং ন যুক্ত্যতে বক্তুং— * * * ন
ভাবোহনুপলক্ষেঃ। — ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৯

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সম্ভবতি, কুতঃ। কচিদপ্যনুপলক্ষেঃ।

‘যদি কেহ বলেন, বাহার্থ (External world) নাই—বিজ্ঞান মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি—“নাত্তাবঃ”—এই ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিজ্ঞান-
ব্যাতিরিক্ত পদার্থের সত্তা নাই, এরূপ বলা সম্ভব নহে। কারণ—বিষয়কে জ্ঞাতার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। বিষয় না থাকিলে

এরূপ হয় কিরূপে? * * আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই জ্ঞানও বিচিত্র হয়। * * বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন, যখন স্বপ্নজ্ঞান নিরালম্বন—তখন জাগরিত জ্ঞানও আলম্বন-শূন্য, তাহার উত্তর—“বৈধৰ্ম্মাচ্চ” সূত্র (২।২।২৮)। স্বপ্নজ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক ধৰ্ম্মাক্রান্ত নহে। অতএব স্বপ্নজ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগরিত জ্ঞানকেও অর্থশূন্য (নিরালম্বন) বলা সঙ্গত নহে। * * কেবল অর্থশূন্য জ্ঞানের “ভাব” সম্ভব নহে। কারণ, কোথায় না কোথায়ও তাহার বাধ হইবেই।’*

অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু।†

জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাঙ্গনোরিব ন সম্ভবতি। . তথা চ শ্রুতিঃ—যা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজতে তয়োরশ্বঃ পিপুলং স্বদ্বন্তি অনগ্নং অগ্নোহন্তি চাকশীতি। ঋতং পিবন্তৌ মৃকৃতস্য লোকে জুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্ষ্যে * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সৰ্ব্বাঙ্গা ইত্যাঢ্যা। ভেদব্যাপদেশাৎ, উভয়েহপি ভেদেনৈন-মধীয়তে, ভেদব্যাপদেশাচ্চাশ্বঃ, অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ইত্যাদিষু সূত্রেষু চ ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরো যমাত্মা-ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানং অন্তরো যময়তি’ ‘প্রজ্ঞেনাঙ্গনা সম্পরিষন্তঃ, প্রাজ্ঞেনাঙ্গনাষাকৃৎ ইত্যাদিভিউত্তরায়োন্য প্রত্যনীকাক্ষয়েণ স্বরূপানর্গয়াৎ।’ ‡—১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

* ভাবে চ উপলক্ষে:।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৬ ;

অসাদিত চেন ন প্রতিষেধমাত্রকাৎ।—ব্রহ্মসূত্র ২।১।৭

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শকাদিত্যঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫

ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন।

† The souls as individuals possess reality.
The human spirit is distinct from the Divine spirit.
(Max Muller's Indian Philosophy)

† জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু—এই মতের সমর্থন জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নোক্ত সূত্রের উপরও নির্ভর করেন—

অর্থাৎ, ‘দেহ ও আত্মার যেরূপ স্বরূপতঃ ঐক্য সম্ভবে না, জীব ও ব্রহ্মেরও সেইরূপ। কারণ, নিয়োক্ত অশ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রসমূহ জীব ও ব্রহ্মের যেভাবে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত। অশ্রুতি স্মৃতি যথা—‘সহযোগী ও সখ্যশালী দুইটী পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে একজন স্বাদু ভক্ষ্য আহার করে—অপর আহার না করিয়া কেবল দৃষ্টি করে।’ ‘লোকে, স্নুকৃতের “স্বাত” পানকারী দুই জন, পরম পরাংপর স্থানে গুহা প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।’ ‘তিনি সর্বাত্মা, জনগণের শাস্তা, অন্তর্যামী।’ ‘ভেদব্যপদেশেহেতু উভয়ই উপদেশ দিতেছেন।’ ‘ভেদব্যপদেশে হেতু ভিন্ন।’ ‘ভেদনির্দেশেহেতু অধিক’ ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র। ‘যিনি আত্মার থাকিয়া আত্মার অন্তরে—যাঁহাকে আত্মা জ্ঞাত নহে—আত্মা যাঁহার শরীর—যিনি আত্মার অন্তর্যামী।’ ‘প্রাক্ত আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত, প্রাক্ত আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত’ ইত্যাদি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা জীব ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন জন্য নিয়োক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। “পতিং বিশ্বস্তাশ্রয়ঃ” “আত্মাধারোহধিলাশ্রয়ঃ”—‘বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার, অধিলের আশ্রয়।’

অন্তত্, রামানুজাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আত্মাত্মিকাদহঃখযোগার্থাৎ প্রত্যগাত্মনোহধিকম্ অর্থাস্তত্ত্বতং ব্রহ্ম কুতঃ ভেদনির্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দিষ্টতে পরং ব্রহ্ম * * ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ * * য আত্মানম্ অন্তরো বসন্নতি’ ‘স তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ’ ‘পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ নহা’ ‘স কারণং করণাধিপাধিপঃ’ * ‘জাজ্ঞৌ স্বাবজাবীশানীশো’ * * ‘প্রধানক্ষেত্রজপতিও ‘শেষঃ’ * *

ইতরব্যপদেশাদ্ হিতাকারণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।—২।১।২০ ব্রহ্মসূত্র ।

একাশাদিবন্তু নৈবং পরঃ ।—২।৩।৪৬ সূত্র ।

স্বপ্নপুণ্ড্রাক্ষ্যোভেদেন ।—১।৩।৪৩ সূত্র ।

পত্যাাদিশক্যেত্যশ্চ ।—১।৩।৪৪ সূত্র ।

‘যোহিব্যক্তমন্তরে সঙ্করন্’ ‘যন্তাব্যক্তং শরীরং’ ‘যন্ অব্যক্তং ন বেদ’, ‘যোহিকরন্ অন্তরে সঙ্করন্’ ‘যন্তাকরং শরীরং যমকরং ন বেদ’ ‘এষ সর্বভূতান্নরাত্মা’, ‘অপহতগাঙ্গা দিব্যো দেব একো নারায়ণ’ ইত্যাদিভিঃ । *

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র । জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখত্রয়ের অধীন । সে ও ব্রহ্ম কিরূপে এক বস্তু হইতে পারে ? সেই জ্ঞাত শ্রুতিতে জীব হইতে পর-ব্রহ্মের ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ‘যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, যিনি আত্মাকে অন্তরে যমন করেন, সেই অন্তর্যামী অমৃত তোমার আত্মা ; জীব ও নিরামক (ঈশ্বর) পৃথক্ মনন করিবে ; তিনিই কারণ এবং করণাধিপতির (জীবের) অধিপতি ; দুইটি অঙ্গ—ঈশ ও অনীশ, প্রাক্ত ও অক্ত । তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ—উভয়ের (প্রকৃতি ও পুরুষের) অধিপতি—গুণের প্রভু । যিনি প্রকৃতির অন্তরে সঙ্করন করেন, প্রকৃতি যাঁহার শরীর, প্রকৃতি যাঁহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের (জীবের) অন্তরে সঙ্করন করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না ; তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা পাপম্পর্শশূন্য একমাত্র দিব্য দেব (অদ্বিতীয় ঈশ্বর) নারায়ণ ।’

বিশিষ্টাধৈত-বাদীরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড বস্তু, তখন জীব ব্রহ্ম-খণ্ডও হইতে পারে না । ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ—বেদান্ততত্ত্ব-সার । তবে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২

* এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসার-কর্তা লিখিয়াছেন.—“নৈবং পর” ইতি বখাত্বভৌতজীবত্বখাত্বভৌত ন পরঃ ; বৈধেব হি প্রত্যয়াঃ প্রত্যাবান্ অন্তখাত্বতত্ত্বখা প্রত্যাহানীরতদংশাৎ জীবাদ্ অংশী পরোপার্থান্তরভূতঃ । “নৈবং পরঃ” ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব ঘেরূপ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন । যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ । প্রত্যাহানীর জীব অংশ এবং পরমাত্মা অংশী, সুতরাং তির তত্ত্ব ।

—ইহার এই অর্থ যে, জীব ব্রহ্মের বিভূতি । যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ বলা যায়, জীব সেই ভাবে ব্রহ্মের অংশ ।*

শ্রুতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন বটে ; যেমন সোহং তত্ত্বমসি ইত্যাদি । এ সকল বাক্যের তাৎপর্য এই, জীব ব্রহ্ম-ব্যাপা, ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মাত্মক ।

ততশ্চ জীবব্যাপিভেনাভেদো ব্যাপিভূতে (—বেদান্ত-তত্ত্ব-সার †

সর্বদর্শন-সংগ্রহকার রামানুজ-দর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

তথাহি তৎপদং নিরন্তরমন্তদোষমনবধিকান্তিশরাসাধ্যায়কল্যাণগুণান্দং জগদ্রূপবিভব-
লয়লালং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্যত বহু স্থাং প্রজায়েয়েত্যাদিষু তত্শেব প্রকৃতত্বাৎ সামানা-
ধিকরণ্যং ; তৎ পদং বা চিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকারঘরবিশিষ্টকবস্ত্রপরত্বাৎ
সামানাধিকরণ্যম্ ।

অর্থাৎ, 'তত্ত্বমসি—এই বাক্যে তৎ পদে, যিনি সমস্ত দোষহীন, যিনি অসংখ্য অনধিক কল্যাণগুণের আধার, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বাঁহার লীলাবিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায় । কারণ, তৎ ঐক্যত—এখানে তৎপদে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে । তত্ত্বমসি স্থলেও তৎপদে সেই একই বস্তুকে বুঝায় । তৎ পদ দ্বারা যিনি চিদ্বিশিষ্ট, জীব বাঁহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায় । বস্তু একই অথচ তাহার প্রকারের ভেদ আছে—সামানাধিকরণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে ।'

* প্রকাশাদিবস্তু নৈব পতঃ (২।৩।৪৫) এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমান্বনে.২ংশঃ । যথাগ্নাদিত্যাদে ভাবতো ভাক্রূপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি * যথা বা দেহিনো দেবমমুখ্যাদেদেহোহংশস্তদ্বৎ । * * এবং জীবপরায়ণবিশেষাবিশেষণয়োঃশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপত্ততে ।

† তত্ত্বমসি অঃমান্ভা ব্রহ্ম ইত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ 'ত্বম্', 'অম্' 'আম্'—শব্দোহপি জীবশরীরকব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ ।

বিশিষ্টাঈত মতে, অবশ্য, জীব নিত্যবস্তু ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্যিৎ ।

‘জীব জন্মেও না, মরেও না ।’

—এই শ্রুতির বলে তাঁহারা বলেন, জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই । এ সম্বন্ধে অঈত-বাদীদিগের সহিত তাঁহাদের এক মত । কিন্তু অঈত-বাদীরা জীবকে বিভূ (সৰ্ব্ব-ব্যাপী) বলেন, ইহারা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত । ইহারা বলেন, জীব অণু; এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন ;—

এষোৎপুৰাশ্মা চেতসা বেদিতব্যঃ ।

‘সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয় ।’

বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধাকল্পিতশ্চ চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি ।

আরাগ্রভাগঃ পুরুষোৎপুৰাশ্মা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ ।

‘কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ । সেই জীবকে জানিলে অমর হওয়া যায় ।’

‘জীব আরাগ্রমাত্র—অণু-পরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে ’

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না । অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ।

বিশিষ্টাঈত মতে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুষার্থ । জীব যদি পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয় । সে সিদ্ধি পুনরাবৃষ্টি-রহিত ভগবৎ-পদ-লাভ ।

বভুভুং বাসুদেবোহপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষরম্ ।

পুনরাবৃষ্টিরহিতং শীরঃ ধাম এবচ্ছতি ।

‘বাসুদেব স্বভক্তকে অক্ষয় আনন্দ প্রদান করিয়া পুনরাবৃষ্টি-রহিত নিজ ধাম প্রদান করেন ।’

তঁাহাকে লাভ করিবার উপায় কি ? ইহার উত্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদার্থ-সংগ্রহে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

সোহং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমো নিরাক্তিশয়পুণ্যসকলক্ষীণাশেষজন্মোপচিতপাপরাশেঃ
পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতিজনিততদাভিমুখ্যন্ত সদাচার্য্যোপদেশোপবৃংহিতশাস্ত্রাধিগত-
তত্ত্ববাখ্যাত্যাববোধ পূর্ব্বকাহরহরূপচীরমানশমদমতপঃশোচ ক্ষমার্জ্জবভয়াভয়স্তানবিবেকদয়া-
হিংসাদ্যাত্মগুণোপেতন্ত বর্ণাশ্রমোচিতপরমপুরুষারাধনবেষনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মোপসংক্ৰতি-
নিবিদ্ধপরিহারনিষ্ঠস্য পরমপুরুষচরণারবিন্দযুগলন্তাত্মাত্মীয়ন্ত তদভক্তি কারিতানবরতভূতি—
শ্রুতি—নমস্কৃতি—বন্দন—ষতন—কোষ্ঠন—গুণশ্রবণ—বচন—প্রণামাদিপ্রীতপরমকারণিক-
পুরুষোত্তমপ্রসাদবিধ্বস্তাস্তদ্বাস্তস্যানন্তপ্রয়োজনানবরতনিরাক্তিশয়প্রিয়বিশদতম প্রত্যক্ষ-
তাপন্নানুধ্যানরূপভূতৈকলভ্যঃ । তদ্বক্তং পরমগুরুভিত্তিগবদ্যামুনাচার্য্যপাদৈঃ—উত্তর-
পরিবর্জিততদ্বাস্তস্যৈকান্তিকাতান্তি কৃত্তিকিযোগলভ্য * ইতি ।

‘সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্তম, নিরাক্তরূপ সাধকের পক্ষে অশ্র-
প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, সুবিশদ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ,
অনুধ্যানরূপ বে ভক্তি, তদ্বারাই লভ্য (তঁাহাকে লাভের অন্য উপায় নাই)।
কিরূপ সাধক ? যাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি (ইহজন্মে) অশেষ
পুণ্যপুঞ্জের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে ; যিনি পরমপুরুষের চরণারবিন্দে শরণা-
গতি বশতঃ তঁাহার প্রীতি অনুকূল হইয়াছেন ; সর্ব্বদা অংচার্য্যের উপদেশে
বিশদীকৃত শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ববোধের ফলে শম, দম, তপঃ, শোচ, ভয়,
অভয়, বিবেক, দয়া অহিংসাদি সদগুণ যাঁহার নিত্য উপচিত হইতেছে ;
যিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের আরাধনা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক
কর্ম্মের উপসংহার এবং নিবিদ্ধ কর্ম্মের পরিহারে নিযুক্ত হইয়াছেন ; যিনি
পুরুষোত্তমের চরণ-কমলে আপনাকে ও আপনার সর্ব্বস্বকে কৃত্ত করিয়াছেন ;

* উত্তরপরিবর্জিততদ্বাস্তস্য—জ্ঞানকর্ম্মযোগসংকৃত্যন্তঃকরণস্য ।

ভগবদ্ভক্তি-প্রণোদিত অবারিত স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তন, গুণশ্রবণ বচন, ধ্যান, অর্চন, প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে যাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছে,—এইরূপ সাধক হওয়া চাই। এই মর্মে ভগবান্ যামুনাচার্য্য বলিয়াছেন—যে সাধকের অন্তঃকরণ, জ্ঞান ও কর্ম উভয়বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিয়োগ দ্বারা ভগবান্কে লাভ করেন।’

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা—

বিজ্ঞানাবিজ্ঞানং যদ্বদ্বৈদোভয়ংসহ ।

অবিজ্ঞান মৃত্যুং তীৰ্ণী বিজ্ঞানামৃতমমৃত্যুতে ॥

‘যিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা উভয়ই জানেন, তিনি অবিজ্ঞার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন’—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, অবিজ্ঞা (কর্ম) ও বিজ্ঞা (ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান)—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। তাঁহারা বলেন,—

উপাসনাকর্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগবদ্ভক্তস্য তস্মিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বধাধাত্মানুভবানুগুণনিরবধিকানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি ।

‘উপাসনা-রূপ কর্মসহকৃত যে বিজ্ঞান, তদ্বারা যে ভগবদ্ভক্তের দ্রষ্টৃদর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্ত-বৎসল, পরম-কারুণিক পুরুষোত্তম, অনন্তকালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তিরহিত স্বপদ প্রদান করেন।’ তখন সেই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ অনুভব করেন।

এই জ্ঞান বাক্য-জ্ঞাত আপাতজ্ঞান নহে। ইহা ধ্যানউপাসনাদিশব্দ-বাচ্য বেদন বা সাক্ষাৎকার। এই কথার সমর্থনের জন্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন :—

নায়নান্না এবচনেন লভ্যো ন বেধন্য ন বহন্য শ্রুতেন ।

যমৌষেধ বৃণুতে স তেন লভ্যন্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তদ্ব্যংগমিতি ।

‘এই আত্মা, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্য নহেন ; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য—তাহাকেই আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’ অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়—

বোধঃ মুমুকুর্বেদান্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্বেবানুধ্যামে নিরবধিকাতিশয়া শ্রীতির্যায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি ।

‘যখন বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানরূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠানত মুমুকুর সেই অনুধ্যানে সুমহতী নিরতিশয় শ্রীতির অনুভব হয়, তখনই তিনি সেই পরম-পুরুষকে লাভ করেন ।’

বিশিষ্টাষ্টৈত মতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল । তিনি লীলাবশে অর্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী এই পঞ্চরূপে অবস্থান করিতেছেন । অর্চা = প্রতিমাदि; বিভব = রামাদি অবতার; ব্যূহ = বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ; সূক্ষ্ম = সম্পূর্ণ বড়-গুণ * পরব্রহ্ম; এবং অন্তর্যামী = সকল জীবের নিয়ামক । সাধক অর্চাদি নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্যামী উপাসনার অধিকারী হন ।

অর্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কল্পবেহি ততো ভবেৎ ।

বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ ব্যূহোপাস্তো ততঃ পরম্ ।

সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ স্যাদন্তর্যামিণীকিতুর্নিতি ॥—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

সাধক, ‘অর্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনার অধিকারী হন ; তদনন্তর ব্যূহ-উপাসনার অধিকারী হন ; তাহার পর সূক্ষ্ম-উপাসনায় নিরত হন ; শেষ উপাসনা—অন্তর্যামীর ।’

* বড়-গুণ—গুণাঃ অপহতপাপদ্বাদয়ঃ । সোহপহতপাপ্মা বিরজোবিস্মৃত্যবিশোকে ।
বিজিহৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি ক্রতেঃ ।

‘বড়-গুণ কি কি ? পাপহীনতা, রজঃশুভ্রতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অকরত্ব ও সত্য-কাম-সত্যসংকল্প ।’

অদ্বৈতবাদীরা যেকল্প সগুণ ও নিগুণ-উপাসনার এইরূপ বৈবিধ্য ও তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর তাহা অনুমোদিত নহে। সেই জন্য রামানুজাচার্য্য প্রথম সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

পরবিজ্ঞান্য সর্বান্য সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যম্ । কলঞ্চ একরূপমেব ।

অর্থাৎ, ‘সর্বত্র পরাবিজ্ঞান্য সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয় এবং উপাসনার কল একরূপই কথিত হইয়াছে।’ এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়ন এবং বাক্য-কার টঙ্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অনুমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্ত পুরুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য লাভ করেন না। তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণ (সত্যসঙ্গ, সর্বকর্তৃ) লাভ করেন বটে। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন না।

এবং গুণাঃ সনানাঃ স্থানুজ্ঞানানীশ্বরস্য চ ।

সর্বকর্তৃত্বমৈবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্টতে ।

‘মুক্ত পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয় ; কিন্তু বিশেষ এই যে, একমাত্র ঈশ্বরেই সর্বকর্তৃত্ব সম্ভবে।’

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরন্তাবিচ্ছস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিত্তাশ্রয়ব্যযোগ্যস্য তদনন্তত্বাসম্ভবাৎ । —১ সূত্রের অর্থ।

‘এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিত্তা বাধিত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না ; অবিত্তার আধারের পক্ষে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি?’

তাহারা বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্মভাব বা ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তির কথা আছে, তদ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাব প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মুক্তের ঈশ্বর্য্য-জ্ঞাপক যে সকল ঋতি আছে, তদ্বারা তিনি স্বরাট, অনন্তাধিপতি

সংকল্প-সিদ্ধ হইলেন—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।* কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-
লয়ের ব্যাপারে তাঁহার অধিকার জন্মে না। বেদান্তের “জগদ্ব্যাপারবর্জম্”
স্থত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

সর্বংহপশুঃ পশুতি সর্বমাশ্নোতি সর্বশঃ। স বা এষ দিব্যেন চক্ষুঃ সনৈসৈতান্
কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য
পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তি সর্কে অস্মৈ দেবাঃ বলিম্ আহরন্তি।

‘পশু (মুক্তপুরুষ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় গ্রাস্ত হন,
তিনি ব্রহ্মলোকে দিব্য চক্ষু দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়া রমণ
করেন। যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ
উপস্থিত হন; সমস্ত দেবগণ তাঁহার জন্ত বলি উপহার দেন।’

ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মুক্তি + ; অদ্বৈতবাদীর কথিত মুক্তি হইতে
ইহা বিভিন্ন। কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয়।

গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং।—৩।৩।২৮ স্থত্রের শব্দরত্নাশ্য।

‘ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুকুর) লক্ষ্য।’

* সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮

অতএব চানন্ত্যধিপতিঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

† The Souls of the departed, if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly paradise.

—Max Muller's Indian Philosophy, page 251.

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman, or of their being merged in Brahman, was incompatible with the fundamental tenet that the two were and always remain one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman, as explained by Shankara, however, prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja—Ibid, page 252.

চতুর্দশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন

বেদান্ত ও গীতা

উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিনকে প্রস্থান-ত্রয় বলে। প্রস্থান বলিবার মর্ম্ম এই যে, এই তিনটি ক্রবতারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্র-যাত্রী 'গম্যস্থান সুখধাম' (বিষ্ণুধ্যং পরমং ধাম) অভিমুখে মহাপথে প্রস্থান করে। গীতা উপনিষদের সারোদ্ধার।

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধী ভোক্তা হৃদ্ধং গীতামৃতং মহৎ ।

‘উপনিষদ্-রূপ গাভী-সমূহের অমৃত হৃদ্ধ—এই গীতা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া সুধীজনের ভোগের জন্ত এই হৃদ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।’

অতএব, উপনিষদে ও গীতার কোন বিরোধ হইতে পারে না। উপনিষদ্ বেদের চরম বা শিরোভাগ—প্রকৃত বেদান্ত বা ব্রহ্ম-বিজ্ঞা। অতএব, বেদান্তের সহিত গীতার কোন ভেদ হওয়া উচিত নহে। কারণ, গীতা নিজেই উপনিষদ্, নিজেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা। সেই জন্ত গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় :—

শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থ উপনিষৎষু ব্রহ্মবিজ্ঞানাম্ ইত্যাদি ।

ব্রহ্মসূত্রে গৌণভাবে বেদান্ত।* মুখ্য বেদান্তের উপকারক বলিয়াই

* বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্ । তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।—

বেদান্তসার, ২ ।

বেদান্তবাক্যকুসুমপ্রধানার্থভাণ্ডে সূত্রাণাম্ । বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈকদাহিত্য
বিচার্যান্তে । —১।১।২ সূত্রের শব্দরত্নাবলী।

ইহার নাম বেদান্তদর্শন। বেদান্তদর্শন ও গীতা উভয়ই যদি পরাশর-
তনয় বেদব্যাসের সংকলিত হয়, তবে পরম্পরের সহিত অবিরোধ হওয়া
উচিত। কিন্তু মূল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করা হুজুহ বিধায়
এবং ভাষ্যকার আচার্য্যাদিগের পরম্পরের মধ্যে মন্বান্তিক মতভেদ থাকায়,
প্রচলিত বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার অনেক বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়।
বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে। সেই আলোচনার
কালে দেখা যাইবে যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে গীতা অদ্বৈতমতের সমর্থন
করিয়াছেন; এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অনুমোদন
করিয়াছেন।

পূর্বে বলিয়াছি, অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মত যথাক্রমে শ্রীশঙ্করা-
চার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্ত্তক বিশেষ ভাবে উজ্জলিত হইলেও তাঁহাদিগের
বহু পূর্ববর্ত্তী এবং সুপ্রাচীন। গীতা-সঙ্কলনের সময়েও এ উভয় মতের
প্রচলন থাকা অসম্ভব নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া
স্থির করিয়াছেন যে, গীতা বেদান্তদর্শনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। তাঁহাদের নির্ভরের
শ্লোক এই—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ —গীতা, ১৩।৫

‘ঋষিগণ এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দে, বহু প্রকারে এবং যুক্তিযুক্ত অসঙ্গিত
ব্রহ্মসূত্র-পদে নিরূপণ করিয়াছেন।’

এই ‘ব্রহ্মসূত্রপদ’ পাশ্চাত্যদিগের মতে বেদান্তদর্শনকেই লক্ষ্য
করিতেছে; অতএব তাঁহারা বলেন, গীতা নিশ্চয়ই বেদান্তদর্শনের
উত্তরকালিক।

এ মত একেবারে অমূলক নহে। শঙ্করাচার্য্য ‘ব্রহ্মসূত্র-পদ’ শব্দে ব্রহ্ম-

প্রতিপাদক বাক্য বুঝিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য ও টীকাকার আনন্দগিরি কিন্তু বিকল্পে বেদান্তদর্শনকেও বুঝিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীরও ঐরূপ মত।*

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, গীতাতে যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রেও অন্ততঃ একস্থলে, সুস্পষ্ট গীতার শ্লোকবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সে সূত্র এই—

অভ্যাসেনেহপি দক্ষিণে।

যোগিনঃ প্রতি চ অর্থ্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।২০-২১

শেষোক্ত সূত্রে, গীতার—

নৈতেহুতী পার্থজানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন।

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥—গীতা, ৮।২৭

এই শ্লোকের প্রতি যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।†

* “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদৌস্তপি সূত্রাণ্যত্র গৃহীতানি। অথবা ছন্দো-
ভিরিত্যাदिना पौनरुक्त्या॥—আনন্দগিরি। যথা “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদৌনি
ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে। তান্তেব, ব্রহ্ম পত্নতে নিশ্চীয়তে এতিঃ ইতি পদানি।
তৈঃ হেতুম্বুতিঃ “ঈকতের্নাশকং” “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” ইত্যাদিভি যুক্তিমন্তিঃ
বিনিশ্চিতার্থৈঃ।—শ্রীধর।

† এ এসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—নমু চ

“যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমানবৃত্তিঃ চৈব যোগিনঃ।

প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥”—গীতা, ৮।২৩

ইতি কালপ্রাধান্তেনোপক্রম্যাহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতাভনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ কথং রাজৌ
বক্ষিণায়নে বা প্রয়াতোহনাবৃত্তিঃ বারাদিতি। অত্রোচ্যতে—

যোগিনঃ প্রতি চ অর্থ্যতে স্মার্ত্তে চৈতে।—২১

যোগিনঃ প্রতি চারমহাদিকালবিনিয়োগোহনাবৃত্তয়ে অর্থ্যতে। স্মার্ত্তে চৈতে যোগ-
সাংখ্যে ন যৌতে। অতো বিবরতেদাৎ প্রমাণবিশেষাচ্চ নাস্য স্মার্ত্তস্য কালবিনিয়োগস্য
যৌতেষু বিজ্ঞানেষু অবতারণঃ।

অতএব, এ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তসূত্র-গীতার পরবর্তী গ্রন্থ ।*

এরূপ স্থলে সিদ্ধান্ত কি ? গীতা পরে, না বেদান্তদর্শন পরে ? প্রকৃত-পক্ষে ঐ জাতীয় প্রমাণ দ্বারা এ কথার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে । কারণ, কি গীতা, কি ব্রহ্মসূত্র, উভয়ই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে । বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ নূতন নূতন সূত্র সান্নিবেশিত করিয়াছেন । এইরূপ বেদব্যাসস্বরচিত প্রাচীন-ভারত-সংহিতার অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং নূতন শ্লোক-সংযোজন দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে ।

অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিবরণস্থলে আমরা দেখিয়াছি, আচার্য্যগণ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা ও নিরূপণ করিয়াছেন ;—

১। জগৎ সত্য না মিথ্যা ; বাস্তবিক না কাল্পনিক ?

২। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন, জীব এক না বহু ?

৩। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? তিনি কি নির্বিশেষ, নিরূপাধি, নিগুণ ; না সর্বশেষ, সোপাধি, সগুণ ? এবং তাঁহার সাধনা, সগুণ না নিগুণ, কোন্ ভাবে হওয়া উচিত ?

৪। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি ? কৰ্ম্ম, না জ্ঞান, না ধ্যান, না ভক্তি ?

* স্বর্গীয় কালীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ মহোদয় স্বকৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (Sacred Books of the East Series), ব্রহ্মসূত্র গীতার পরবর্তী—

এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত ব্রহ্মসূত্রেও গীতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে । স্মৃতেষ্—১।২।৬ ; অপি চ স্মৃত্যুতে—১।৩।২৩ ; অপি চ স্মৃত্যুতে—২।৩।৪৫ ; স্মরণ্তি চ—৪।১।১০ ; নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য বাবদেহতাবিদ্ভাদ্দর্শনতি চ—৪।২।১৯

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল কি? ব্রহ্মের সহিত সাক্ষ্য (একীভাব), না ব্রহ্মের সমান ঐশ্বর্যলাভ ?

আমরা দেখিরাছি, উপরোক্ত পাঁচ প্রশ্নের প্রত্যেক বিষয়েই অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। ঐ ঐ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা

জগৎ সত্য না মিথ্যা ?

আমরা দেখিরাছি, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ; আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু। কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই। অতএব, এ মতে জগৎ অসত্য, কাল্পনিক, মান্নার বিজ্জ্ঞানমাত্র ; রজ্জু-সর্পের গ্রাম, গুক্তি-রজতের গ্রাম, মরীচি-জলের গ্রাম। মিথ্যা ; ‘একমেবাদ্বিতীয়’ ব্রহ্ম বস্তুর মান্না-জ্ঞাত বিবর্ত, ইন্দ্রজালের মত ব্রহ্ম-সত্যে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র ; ব্রহ্মেরই চিন্তময়ী লীলার বিলাস ; সংকল্পমাত্র-সিদ্ধ ; অবস্তু। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা নাই। পক্ষান্তরে, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জগৎ সৎ বস্তু। জগৎ ব্রহ্মপরতন্ত্র বটে, জগৎ ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের প্রকারমাত্র বটে ; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক নহে। জগৎ প্রকৃতির পরিণামে গঠিত, বিকারজনিত বাস্তব পদার্থ। নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় অসৎ হইলেও জগৎ বিজ্ঞানমাত্র নহে। জগতের প্রকৃত সত্তা আছে। এই মতবৈধন্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্ গীতাতে বলিতেছেন যে, তিনিই সৰ্ব্বভূতের সনাতন বীজ।

বীজং মাং সৰ্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।—গীতা. ৭।১০

এই বীজ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ; আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয়। আবার বীজ হইতে বৃক্ষ-উৎপন্ন হয় ; আবার বীজে বৃক্ষ বিলীন হয়। এইরূপে ক্রমাধ্বয়ে বীজ-

হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব ও বীজে তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে। অতএব, ভগবান্ জগতের বীজ—একুপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহা হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাঁহাতে বারবার জগতের তিরোভাব হইতেছে। ইহারই নাম সৃষ্টি ও প্রলয়। পর্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সাধিত হইতেছে। সৃষ্টির সময় জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে।* সেই জন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনিই জগতের—

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৯।১৮

অর্থাৎ, তিনি জগতের অক্ষয় বীজ ; তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারা স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় হইতেছে ; তিনিই জগতের নিধান—আধার ও আশ্রয়।†

এই মর্মেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।

যেন জাতানি জাবাস্তু । যৎপ্রসৃত্যন্তিসংবিশন্তি ।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১

* গীতা অন্ত্র বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তানধানান্ত্রেব তত্র কা পরিবেদনা ॥—গীতা, ৯।২৮

“ভূতসকলের আদি ও অন্ত্র অব্যক্ত ; কেবল মধ্য ব্যক্ত। অতএব, তাহাতে আবার শোক কি?”

† গীতা অন্যত্রও ভগবান্ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন,—

অহং সর্বস্য প্রভবঃ মতঃ সর্বং প্রবর্ততে ।—গীতা, ১০।৮

“আমি সকলের উৎপত্তি স্থান : আমি হইতে সমগ্র প্রবর্তিত হয়।”

গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যে চৈব সার্বিক। ভাব। রাজস। তামসাস্ত যে ।

নতু এবোতি তান্ বিদ্ধি ন যৎ তেযু তে ময়ি ॥—গীতা, ৭।১২

• ‘বাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া বাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তঃকালে বাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’
“অন্যাস্তস্য যতঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)—এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । সেইজন্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে ভগবান্কে “তজ্জলান্”—
এই সংজ্ঞার সংজ্ঞিত করা হইয়াছে ।

সর্বং খৰিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

তজ্জলান্ অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন ; তাঁহা হইতে জগৎ জাত , তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত ; তাঁহাতেই জগৎ লীন । অতঃ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যতো ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্বতঃ ।

যস্মিন্শ্চ বিলয়ং যান্তি নমস্তস্মৈ পরাস্মিনে ॥

‘বাঁহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যদ্বারা স্থিতি, বাঁহাতে লয়, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার ।’

জগতের এই আবির্ভাবকালকে পুরাণের ভাষায় ব্রহ্মার দিবা এবং জগতের তিরোভাবকালকে—যে কালে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—সেই কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা যায় । ব্রহ্মার রাত্রিতে জগতের প্রলয় এবং

ভাবঃ—পদার্থঃ ।—শঙ্কর

অর্থাৎ, “সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমাতে আছে, আমি কিন্তু সে সকলে নাই ।”

বলা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্মমুপপত্তি ।

• তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩১

বিস্তারন্—উৎপত্তিং বিকাশন্ ।—শঙ্কর ।

একস্ম—একস্মিন্ আত্মনি হিতন্ ।—শঙ্কর ।

‘যখন জীব, ভূতগণের পৃথক্ভাবে একমাত্র ব্রহ্মে স্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হয়েন ।

ব্রহ্মার দ্বিবাতে জগতের সৃষ্টি। গীতা এই মতের অনুমোদন করিয়া বর্ণিতেছেন,—

অব্যক্তাৎ ব্যক্তঃ সর্বাঃ, প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

— রাজ্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।

ভূতগ্রামঃ স এবায়াং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়েতে ।

রাজ্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ — গীতা, ৮।১৮-১৯

সর্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পকরে পুনস্তানি ঐন্দ্রাদৌ বিহজামাহম্ ।

প্রকৃতিং মামবষ্ট্য বিহজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামম্ ইমং কুৎসমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ — গীতা, ৯।১০-৮

‘প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত * প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়। সেই ভূতসমূহ বারংবার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিসমাগমে অস্বতন্ত্র-ভাবে বিলীন হয় এবং বিলীন থাকিয়া দিবসাগমে পুনরায় উদ্ভূত হয়।’

‘কল্পান্তে সমস্ত ভূত ভগবানের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়; আবার সৃষ্টিকালে তিনি তাহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই সমস্ত অবশ, প্রকৃতির বশতাপন্ন ভূতগ্রামকে ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন।’

* অব্যক্ত অর্থে যে অব্যাকৃত (প্রকৃতি), ইহা অবৈতবাদীরা (শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি) স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মার নিজাবস্থা (প্রজাপত্তেঃ আপাবস্থা)। ‘মহাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ’ (গীতা, ৯।১০) ইত্যাদি স্থলে কিন্তু শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :— ‘নম মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিভাগকণা প্রকৃতিঃ সূর্যন্তে উৎপাদয়তি’ এবং ‘প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্’ (গীতা, ৯।১০) এ স্থলেও প্রকৃতি অর্থে ‘ত্রিগুণাত্মিকা, অগর্য্য নিকৃষ্টা’ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

• অর্থাৎ, প্রকৃতিতে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহার নাম ‘ঈক্ষণ’।

মহাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপর্যবর্ততে ॥—গীতা, ৯।১০

ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয়।

গীতা বলেন, ভগবানের দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা। এই উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা।

অপরেরমিতস্বস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যদেদং ধার্যতে জগৎ।

এতদ্বোনীনি ভূতানি সর্বানীতু্যপধারয়।

অহং কুৎসস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥—গীতা, ৭।৪-৬

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—ক্ৰিতি, অপ., তেজঃ, মক্ৰং, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি—জীব-ভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি, এবং আমাতেই নিবৃতি।’

ভগবান্ যে ভাবে অপরা প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ইহার দ্বারা তিনি সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিলেন। ভগবান্ অত্যা বলিয়াছেন,—

মম যোনিম হৃদয়ঙ্ক তস্মিন্ গর্তং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ভূতো ভবতি ভারত।

সৰ্ব্ববোনিষু কোন্তের মূর্তয়ঃ সত্তবন্তি বাঃ ।

ভাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ।—গীতা, ১৪।৩-৪ ।

অর্থাৎ, মতং ব্রহ্ম (প্রকৃতি)-রূপ ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন, যে গর্তাধান করেন, তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। জগতে যে কিছু মূর্তির উদ্ভব হইতেছে, প্রকৃতি তাহার জননী এবং তিনি তাহার জনক ।

এই মর্মে গীতা অত্রা বর্ণনাছেন,—

স্বাবং সংজায়তে কিঞ্চিৎস্বং স্বাবরজজন্মম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তিমিচ্ছি ভবতর্ষভ ॥—গীতা, ১৩।২৬

‘স্বাবর জন্ম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ তাহার হেতু জানিবে ।’

ক্ষেত্র = অপর প্রকৃতি বা প্রধান ; এবং ক্ষেত্রজ = পরা-প্রকৃতি বা জীব ।

অত্রা, জগৎ ও জগদীশ্বরের সম্বন্ধনির্ণয় উপলক্ষে ভগবান্ বর্ণনাছেন,—

ময়া ততসিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবহিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভ্রূ চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥—গীতা, ১০।৮-৯

‘আমি অব্যক্ত মূর্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি । সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত ; আমি ভূতসমূহে অবস্থিত নহি । ভূত সকল আমাতে থাকিয়াও নাই । আমার এরূপ যোগৈশ্বর্য,—আমি ভূতের ধারক, অথচ, ভূতস্থ নহি ; ভূত সকল আমা হইতেই উৎপন্ন ।’

গীতার এই সমস্ত বচনের কোথাও জগতের মিথ্যাত্বের উপদেশ পাওয়া গেল না । জগৎ যে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজ্ঞপ্তমাত্র,—কোথাও ত এরূপ ইঙ্গিত দেখা গেল না । বরং গীতা—

নাসত্তো বিত্ততে ভাবো নাত্যবো বিত্ততে মতঃ ॥—২।১৬

‘সতের অভাব হয় না এবং অসতের ভাব হয় না,’—এই স্থলে পরিণাম-বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। * ইহা সাংখ্য-মতের অনুরূপ। সাংখ্য-দ্বিগের উপদেশ এই যে,—

নাসৎ উৎপত্তে ন সৎ বিনশতি ।

‘অসতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ নাই ।’

অতএব, জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের অনুযায়ী পরিণাম-বাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন; অদ্বৈতমতানুযায়ী বিবর্ত-বাদের সমাদর করেন নাই ।

ব্রহ্মস্থত্রে যে ভাবে জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পরিণাম-বাদের অনুযায়ী, একরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে । অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি ।

মুণ্ডক উপনিষদের একটি মন্ত্র এইরূপ,—

যৎ তদ্ অদ্বৈতম্ অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ-শ্রোত্রং তদ্ অপাণিপাদম্ ।

নিত্যং বিভূং সৰ্ব্বগতং সূক্ষ্মম্ তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।

—মুণ্ডক, ১।১।৬

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবশ্য এই গীতাবাক্যের অদ্বৈতমতানুযায়ী অর্থ করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব ধ্যান করিয়াছেন । বিকারো হি সঃ । বিকারশ্চ ব্যভিচরতি, যথা ঘটাদি-সংহানং চক্ষুৰা নিরূপ্যমানং বৃদ্‌ব্যতিরেকেণানুপলভ্বেরসৎ তথা সৰ্ব্বো বিকারঃ কারণ-ব্যতিরেকেণানুপলভ্বে রসন্ । জন্মপ্রক্ৰমংসাত্যাং প্রাগুর্জং চানুপলভ্বেঃ । বৃদ্‌াদিকারণশ্চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলভ্বেরসৎ । * * তন্মাদ্ দেহাদে বৃদ্‌শ্চ তৎসকারণস্তাসতো ন বিদ্বতে ভাব ইতি । তথা সত্ত্বশ্চান্নোহভাবোহবিভবমানতা ন বিদ্বতে সৰ্ব্বত্র অব্যভিচারাদ্ ইত্যবোচাম ।—গীতার ২।১৬ শ্লোকের শঙ্করভাষ্য । রামানুজের ব্যাখ্যা অনুরূপ । দেহস্তাচিদ্বস্তনঃ অসৎস্বমেব স্বরূপম্, আত্মন শ্চেতনম্ সৎস্বমেব স্বরূপমিতি নির্ণয়ো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ । বিনাশবতাবশ্যাসৎস্বম্ অবিনাশবতাবশ্চ সৎস্বম্ * * অত্র সংকার্য্য-বাদস্তাসঙ্গতস্য তৎপরোহয়ং শ্লোকঃ ।—ঐ শ্লোকের রামানুজ-ভাষ্য ।

‘ধীরগণ কোন নিত্য বিভূ সৰ্ব্বগত অতিশুদ্ধ অব্যয় ভূত-যোনিকে দর্শন করেন—যে ভূত-যোনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ; অশ্রোত্র, অপানি, অপাদ ।’

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে এই বিষয়ের বিচার উত্থাপন করিয়াছেন ;—

অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তে: ।—১।২।২১ ব্রহ্মসূত্র

‘এই যে (যুগ্মকোক্ত) ভূতযোনি, ইনি কে ? ইনি কি সাংখ্যোক্ত প্রধান, কিংবা জীব ; অথবা ইনি পরমেশ্বর ? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি পরমেশ্বর ।’ তবেই তাঁহার মতে, ঈশ্বরই ভূতযোনি । *

যোনি অর্থে কারণ । কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত ; যেমন অলঙ্কারের প্রতি, সূবর্ণ উপাদান-কারণ এবং স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ ; ঘটের প্রতি, মৃত্তিকা উপাদান-কারণ এবং কুস্তকার নিমিত্ত-কারণ । ব্রহ্ম জগতের কোন্ কারণ—নিমিত্ত, না উপাদান ? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি দুইই—নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন । †

* কিসন্ অদ্রেশ্যাদিগুণকো ভূতযোনি: প্রধানঃ স্যাদ্ উত শাস্ত্রীয় আহোবিৎ পরমেশ্বর ইতি । ** তস্মাদ্ অদৃশ্যাদিগুণকো ভূতযোনি: পরমেশ্বর এব ।

—১।২।২ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

† কি ক্রমে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ দৃষ্ট হয় । কোথাও বলা হইয়াছে, প্রথম আকাশ উৎপন্ন হইল (আত্মন আকাশ: সঙ্কৃত:—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্) । কোথাও বলা হইয়াছে, প্রথমত: তেজের সৃষ্টি হইল (তৎ তেজোহ-সৃজত—ছান্দোগ্য) । কোথাও বা প্রথমেই আগের উল্লেখ করা হইয়াছে (এতস্মাক্কারতে আগ:—মুণ্ডক) ।

বাদরায়ণ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

কারণত্বেন-চাকাশাদিমু-বধা ব্যপদিত্বোক্তে: ।

সমাকর্ষাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৪-১৫

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ, বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ;—

জগৎপ্রতিপাদনঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৬

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পরমেশ্বরশ্চ সৰ্বজগতঃ কৰ্ত্তা সৰ্ববেদান্তেষু বধাৰিতঃ ।

শঙ্করের মতানুসারী ভারতীতীর্থ লিখিয়াছেন, —

এতৎ কৃৎস্নং জগৎ বস্তু কাৰ্য্যং স এব বেদিতব্য ইতি । কৃৎস্নজগৎকর্তৃত্বঞ্চ পরমান্বন এব ।

অর্থাৎ, পরমেশ্বর পরমাত্মাই সমস্ত জগতের কৰ্ত্তা (নিমিত্ত-কারণ) ।

তিনি যে জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও বটে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাদরায়ণ একাধিক সূত্র নিয়োজিত করিয়াছেন ।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ ইত্যাদি ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩ ২৭

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মভূতগন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ ।
ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব ।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই ।'

ভারতীতীর্থ তাঁহার জ্ঞান-মালায় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ভবতু নাম সূত্রেণ বিরূপাদিষু তৎকালে চ বিবাদঃ * * তাৎপর্য্যবিষয়ে তু জগৎশ্রুতির ব্রহ্মণি ন কাপি বিরোধোক্তি । অর্থাৎ, সূত্র যে আকাশাদি তদ্বিষয়ে এবং তাঁহাদের ক্রমবিষয়ে বিবাদ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টিকৰ্ত্তা, এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই ।'

* এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থের অধিকরণ এইরূপ,—

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম জ্ঞানোপাদানং চ বীক্ষণাৎ ।

কুলালবল্লিনিমিত্তং তল্লোপাদানং সূদাদিষু ।

বহুঃ জ্ঞানিত্যুপাদানভাবোহপি শ্রুত ইতিকৃতঃ ।

একবুদ্ধ্যা সৰ্ববীক্ষ্য তস্মাদ্ ব্রহ্মোত্তমায়কম্ ।

বানরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্-
ও ক্রিতি—এই পঞ্চভূত যে ব্রহ্ম-কার্য্য, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রতিপাদন
করিয়াছেন ।

তন্মাদ ব্রহ্মকার্য্যং বিবদিতি সিদ্ধম্ ।—২।৩।৭ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য

২।৩।১৩ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

স এব পরমেশ্বরন্তেন তেনাস্ত্রনাবতিষ্ঠমানোহভিধ্যায়ন তং তং বিকারং সৃজতি । * *
সোহকামরত বহু স্তাং প্রজায়ের । ইতি প্রস্তুত্য সচ্চ ভ্যক্তান্তবৎ ।

সং—পুরুষঃ, ত্যং—প্রকৃতিঃ ।

অর্থাৎ, ‘পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সং (পুরুষ)
ও ত্যং (প্রকৃতি) রূপে সংভিন্ন হন । তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই
সেই বিকার সৃষ্টি করেন ।’

অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও বিলোম ক্রমে প্রলয় সাধিত হয়, ইহাও বানরায়ণ
উপদেশ দিয়াছেন ;—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৪

অর্থাৎ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্
হইতে ক্রিতি—ইহাই সৃষ্টির ক্রম ।

তন্মাদ বা এতন্মাদ আকাশঃ সঙ্কৃত আকাশাদ্ বায়ু বায়োরগ্নি রয়েরাপঃ অন্ত্যন্ত
পৃথিবী উৎপদ্যতে ।

প্রলয়ের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত । প্রলয়ের সময় প্রথমে ক্রিতি
অপ্-তত্ত্বে, অপ্-অগ্নি-তত্ত্বে, অগ্নি বায়ু-তত্ত্বে, বায়ু আকাশ-তত্ত্বে বিলীন হয়
এবং সর্বশেষ আকাশ ব্রহ্মে বিলীন হয় । ইহাই প্রলয়ের ক্রম ।*

* বিপর্য্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমোহত উপপদ্যতে চ ভবিষ্যৎ অর্থতি । তৎকালি লোকে
বৃহত্তে যেন ক্রমেণ সোপানম্ আরুহ্য ততো বিপরীতেন ক্রমেণ অবরোহতীতি । অপি চ
বৃহত্তর ব্রহ্মে জাতং বটশরাগজপারকালে বৃদ্ধাবসপ্যেতি । অন্ত্যন্ত জাতং হিমকরকাত-
নন্দন্যেতি । অন্ত্যন্তোপপদ্যত এতন্ম, বৎ পৃথিব্যদ্যতো জাতা সত্যী হিতিকালব্যতি—

এ সকল কথাই পর বাদরাগণ কি জগৎ রজ্জু-সর্পের স্থায় অলীক, মান্নার বিজৃম্বণ, বিজ্ঞানমাত্র বলিতে পারেন ?

জগৎ যদি অলীক, মান্নিক—ইহাই বাদরাগণের অভিমত হইবে, তবে তিনি ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠে নিম্নোক্ত আপত্তি-সমূহের উত্থাপনে ও ধ্বংসে এত সূত্র নিয়োজিত করিলেন কেন ? * বাদরাগণের বিচারপদ্ধতি এইরূপ ;—

(ক) জগৎ অচেতন ; ব্রহ্ম চেতন । অতএব, আপত্তি হইতে পারে যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে । ইহার উত্তরে বাদরাগণ বলিতেছেন, এ ব্যাপ্তির ব্যতিচার দৃষ্ট হয় । কারণ, চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে । যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নখের উদ্ভব দেখা যায় (২।১।৪-১১ ব্রঃ সূঃ) ।

(খ) কুস্তকার যে ঘট সৃষ্টি করে, তাহা দণ্ডচক্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে ; ব্রহ্মের যখন উপকরণ নাই, তখন তিনি কিরূপে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিবেন ? আপত্তির উত্তরে বাদরাগণ বলিতেছেন, উপকরণ ভিন্নও সৃষ্টি দেখা যায় ;—

কীরবদ্ধি । দেবাদিবদপি লোকে ।—২।১।২৪-৫ সূত্র

ইহাদের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

যথা হি লোকে কীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে, অনপেক্ষ্য কাহং সাধনং তথেষাপি ভবিষ্যতি । একস্তাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিবোগাৎ কীরাদি-
বদ্ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে । যথা লোকে দেবাঃ পিতরঃ স্বয়ং ইত্যেবমাদরো মহাপ্রভাবঃ

কাস্তাব্যপোহপীরাদাপস্ত তেজসো জাতাঃ সত্যন্তেজোহপীদুঃ । এবং ক্রমেণ হুন্মঃ হুন্মভরং
ভাসন্তরমনন্তরং কারণমপীত্য সর্বং কাব্যাজাতং পরমকারণং পরমহুন্মং চ ব্রহ্মাপ্যেতীতি
বেদিতব্যম্ । ন হি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণকারণে কাব্যাপ্যয়ো ভাব্যঃ ।—

৩।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যঃ

চেতনা অপি সন্তোহনপেক্ষ্যব কিঞ্চিদ বাহ্য সাধনম্ ঐশ্বর্যবিশেষযোগাদ্ অভিধ্যান-
মাত্রেণ স্বত এব বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদীনি রথানীনি চ নির্মিমাণা
উপলভ্যন্তে * * এবং চেতনমপি ব্রহ্মাহনপেক্ষ্য বাহ্য সাধনং স্বত এব জগৎ প্রকৃতি ।

‘যেমন দুগ্ধ বা জল কোন বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই
দধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ । ব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু
তিনি বিবিধ-বিচিত্র-শক্তিমান্ । অতএব, তাঁহার বিচিত্র পরিণাম অসঙ্গত
নহে । * * আরও যেমন দেব পিতৃ ঋষি প্রভৃতি মহাপ্রভাব চেতন
(পুরুষ) কোনও বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব ঐশ্বর্য বলে
সংকল্পমাত্রেই বহুবিধ শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতির সৃষ্টি করেন * * চেতন
ব্রহ্মও সেইরূপ কোনরূপ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই জগৎ
সৃষ্টি করেন ।’

(গ) আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম এবং
ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখন হয় সমস্ত ব্রহ্মই কার্যরূপে পরিণত (বিকারগ্রস্ত)
হইবেন, অতথা তাঁহাকে সাবয়ব বলিতে হইবে ।

কৃৎস্নপ্রসক্তি নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা—২।১।২৬ সূত্র

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ঋতেন্দ্র শব্দমূলত্বাৎ ।—২।১।২৭ সূত্র

ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরন্তি । কৃতঃ । ঋতেন্দ্রঃ । যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ ঋতেন্দ্র
এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঃ অবস্থানং ঋতেন্দ্রঃ । * * “পাদোস্ত বিখ্য ভূতানি
ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি” ইতি চৈবংজাতীয়কাঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘যে ঋতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই
বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত না হইয়া অবস্থান করেন । “তাঁহার
একাংশে সমস্ত ভূত ; অপর তিন অংশ অমৃত” ; অতএব, ব্রহ্মের বিকারের
আশঙ্কা অমূলক ।’

(ঘ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন বিকরণ (নিরাকার),

তখন তিনি কিরূপে সৃষ্টি-কার্য্য সমাধা করিবেন ? বাদরাশ্রয় উত্তরে নিম্নোক্ত শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

বিকল্পগত্বাদ ইতি চেৎ তদ্বক্তৃণাম্ ।—২।৩।৩১ সূত্র

অপাণিপাদো জ্ববনো গৃহীতা

পশ্চাত্ত্যক্তঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।—যেতাখতর ৩।১৯

‘তাহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই, অথচ গমন করেন ; চক্ষুঃ নাই, অথচ দর্শন করেন ; কণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ।’

(৬) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, ভগবান্ যখন আশুতাম, তখন কি প্রয়োজনে—কোন অভাবের পূরণে—তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? উত্তরে বাদরাশ্রয় বলিতেছেন,—

লোকবন্তু লীলা-কৈবল্যম্ ।—২।১।৩৩ সূত্র

‘সৃষ্টি তাহার লীলাবিলাসমাত্র ; যেমন শিশু প্রয়োজন ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাহার সৃষ্টিকার্য্যও সেইরূপ ।’

(৮) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, জগৎ যখন বৈষম্যের আধার—এখানে যখন কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, তখন এ জগৎ যদি ঈশ্বরের রচনা হয়, তবে হয় তিনি পরুপাতী, নয় তিনি নিষ্ঠুর । ইহার উত্তরে বাদরাশ্রয় বলিতেছেন,—

বৈষম্যনৈর্ধৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি চর্চয়তি ।—২।১।৩৪ সূত্র

সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মমীতে । কিম্ অপেক্ষত ইতি চেৎ । ধর্ম্মাধর্ম্মে অপেক্ষত ইতি বদান্তঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘ভগবান্ জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন । তাহার সুকৃতি আছে, তাহাকে সুখী করেন ; যে ত্রুত, তাহাকে দুঃখী করেন । ইহাতে তাহার পরুপাত বা নিষ্করণতার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না ।’

যে বাদরাশ্রয় এই সকল যুক্তি তর্ক, এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের

অবতারণা করিয়াছেন, তিনি কিরূপে জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র, অলৌকিক বলনা বলিবেন ? বিশেষতঃ, যখন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের আরম্ভেই (১-৬ সূত্রে) স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন । * সেখানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—স্বপ্নসৃষ্টিই মায়াময় ।

মায়ামাত্রস্ত কাৎ স্যোনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ । —৩।২।৩ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

‘স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র । তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র । সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক নহে—ইহাও প্রতিপন্ন হইল ।’ তবে আর জগৎ মিথ্যা কিরূপে বলা যায় ?

জগৎ সত্য কি মিথ্যা—এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ আপন মত অত্র স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন । অতএব, এ বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়া উচিত নহে । বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

নাভাব উপলক্ষে । —২।২।২৮ সূত্র

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

ন খণ্ডভাবো বাহুস্তার্থস্য অধ্যবসাতুঃ শক্যতে । কস্মাৎ । উপলক্ষে । উপলভ্যাতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহোহর্থঃ শুভঃ কুড্যৎ ঘটঃ পট ইত্যাদি ।

‘জগতের অভাব—জগৎ নাই, এরূপ নিশ্চয় করা যায় না । কেন ? যে হেতু আমরা প্রত্যেক চিরবৃত্তিতেই বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি করি—শুভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি ।’ অত্র বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ভাবে চোপলক্ষে । —২।১।১৫ সূত্র

ন ভাবোহুপলক্ষে । —২।২.৩০ সূত্র

‘যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয় ; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি

হয় না।’ অতএব, বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন জগৎ আছেই। ইহাতে এ কথা বলা হইল না যে, জগৎ যেক্রমে প্রতীত হইতেছে, জগৎ বস্তুতও সেইরূপ। ফুল বা পর্বত আমরা যেক্রমে দেখিতেছি, ফুল বা পর্বত যে বাস্তবিক সেইরূপ—এ কথা কোন দার্শনিকই বলিবেন না। কিন্তু যখন পর্বতের ও ফুলের উপলব্ধি হইতেছে, তখন ফুল ও পর্বত বলিয়া যে কোন কিছু বস্তু আছে, ইহা স্পষ্ট নিশ্চিত।*

সত্য বটে, বাদরায়ণ—

তদন্যদ্বয়ং আরম্ভণ শব্দাদিত্যঃ।—২।১।১৪ সূত্র

—এই সূত্রে, জগৎ ও ব্রহ্ম অনন্ত (অভিন্ন)—এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য নিম্নোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি—

যথা সৌম্যো কেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগয়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচ্যরম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব সত্যম্। এবং সৌম্য স আদেশঃ।

‘যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সমস্ত মৃগয় পদার্থকে জানা যায় ; কারণ, বাক্যের আরম্ভ, বিকার, নামের প্রভেদমাত্র—মৃত্তিকা ইহাই সত্য ; ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ।’ অর্থাৎ, এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা যায়। ইহার দ্বারা জগৎ যে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক অবস্তু—ইহা ত’ বলা হইল না। এইমাত্র বলা হইল, জগতে ও ব্রহ্মে নামরূপের প্রভেদ—উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন।

যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে তাহারা স্বর্ণ ভিন্ন আর

* অর্থাৎ দার্শনিকেরা যে Noumenon ও Phenomenon এর ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, সে মত ইহার অনুরূপ। হারবার্ট স্পেন্সরের অনুমোদিত Transfigured Realism ইহারই প্রতিধ্বনি। শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে ব্যবহার বা ব্যাবর্ত্ত এবং পরমার্থের যে প্রভেদ করিয়াছেন, তাহার সহিত এ মতের সামঞ্জস্য করা যায়।

কিছু নহে,—তাহাদের মধ্যে নাম ও রূপের মাত্র প্রভেদ—কিন্তু সে প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, সেইরূপ জগৎ বিবিধ-বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। জগৎকে ব্রহ্মের ‘প্রকৃতি’—ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (Aspect)—ইহা স্বীকার করিলেই এ কথার যথেষ্ট সমর্থন হয় ; তজ্জগৎ জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন হয় না।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, প্রধান (Matter) ও পুরুষ (Spirit বা Force)—তাহাদের সংযোগে এই জগৎ, সেই প্রধান ও পুরুষ—ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি মাত্র।

বা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষা।

ব্রহ্মের যখন সিসৃক্ষা (সৃষ্টির সংকল্প) হয়, তখন তাহার প্রকৃতি পরা ও অপরা রূপে—প্রধান ও পুরুষ রূপে সংভিন্ন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রধান ও পুরুষ ত’ ব্রহ্মের প্রকৃতি বা প্রকার (Aspect) ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে তাহার প্রকার, সে কি তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে? তাহাকে ত’ তাহা হইতে অনন্ত (অভিন্ন) বলাই সম্ভব। অতএব, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা অসম্ভব নহে ; এবং এরূপ বলাতে জগতের মিথ্যা স্বচিত হয় না।

এই ভাবে দেখিলে, বাদরায়ণ অন্যত্র যে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই,—

তথান্য প্রতিবেদাৎ ।—৩।২।৩৬ সূত্র

—তাহারও সূক্ষ্মর মীমাংসা হয়। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা হয় প্রকৃতি, না হয়, পুরুষ ; জগতের যে কিছু পদার্থ—এই উভয়ের এক কোটিতে পড়িবেই পড়িবে। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ যখন ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধা, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি আছে, বা থাকিতে

স্বারে ? তিনিই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” তিনি ব্যতীত ‘নানা’ কিছু নাই !
কিন্তু ইহা দ্বারাও জগতের মিথ্যাতা প্রতিপাদিত হয় না । *

বিশেষতঃ, যখন ইহার পরবর্তী সূত্রেই বাদরাসন বলিতেছেন,—

অনেন সর্বগতম্ আরাশশব্দাদিত্যঃ ।—৩।২।৩৭ সূত্র ।

অর্থাৎ, “ব্রহ্ম সর্বগত—শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ।” এখন

* ‘তথাস্তুপ্রতিবেদাৎ’ ৩।২।৩৬ সূত্র ।

এই সূত্রের ভাষ্য শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—‘তথাস্তুপ্রতিবেদাদাপি ন ব্রহ্মণঃ পরং
বস্তুস্বরূপমস্তি ইতি গম্যতে । তথাহি স এব অধস্তাৎ । * * ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ * নেহ নানান্তি-
কিঞ্চন * যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ * ইত্যেবমাদৌর্নি বাক্যানি স্বপ্রকরণস্থাত্ত-
ত্বার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যমানানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্বরূপং বারয়ন্তি ।’ রামানুজ কিন্তু এ
সূত্রের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন,—‘যৎ পুনরুক্তং ততো বদ উক্তরূপং পরাংপরং অস্তি
তন্মোপপত্ততে ; তত্রৈব ততোহস্তম্ পরম্ প্রতিবেদাৎ ‘যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদিত্যি’ ।

এইরূপ,—‘তদনন্তম্ আরাশশব্দাদিত্যঃ’ এই সূত্রের ভাষ্য রামানুজ বলেন,—

তস্মাৎ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্যৎ জগত আরাশশব্দাদিত্যঃ । * এতানি হি
বাক্যানি চিদচিদাস্থকম্ জগতঃ পরমাদ্ ব্রহ্মণোহনন্যম্ উপপাদয়ন্তি * * কৃত্বন্ত জগতো
ব্রহ্মৈককারণত্বং কারণাৎ কার্যাস্তু অনন্যৎ চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য-
ভূতম্ সর্বম্ বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি * * জগতে ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেক্ষ্যন্ * *
অতো ঘটাত্মপি স্মৃতিকৈত্বেব সত্যং স্মৃতিক। দ্রব্যম্ ইত্যেব সত্যং প্রমাণেন উপলভ্যত
ইত্যর্থঃ ।

শঙ্করের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ —

কার্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপকং জগৎ ; কারণং পরং ব্রহ্ম । তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থ-
তোহনন্তম্ ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যস্তাবগম্যতে । * * তত্র শ্রুতাদ্ বাচ্যরূপশব্দাদ্
দ্বাষ্টাভ্যন্তরেকোপ ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্যজাতম্ভাব ইতি গম্যতে । ** যথা চ মৃগতৃক্ষিকো-
দকাদীনাম্ উষরাতিভ্যোহনন্যৎ দৃষ্টনষ্টরূপদ্বাৎ স্বরূপেণ অনুপাধ্যত্বাৎ এবমস্য ভোগ্য-
ভোক্তৃদি-প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।

“সর্ব” (জগৎ) যদি অলৌকিক বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হইবেন কিরূপে? অথচ, শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে সর্বব্যাপী বলিয়াছেন।

আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ।

‘তিনি নিত্য, আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী।’

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোৎস্বঃ সনাতনঃ।

‘তিনি নিত্য, তিনি সনাতন ; তিনি স্থাপু, অচল ও সর্বগত।’

ষোড়শ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈতমতে জীবই ব্রহ্ম—জীব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য-স্বভাব, বিভূ ও সৰ্বব্যাপী ; সচ্চিদানন্দ ; এক ও অদ্বিতীয় বস্তু । জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন ;—উভয়ের ভেদ কেবল উপাধিকৃত, অবিজ্ঞা-কল্পিত । মায়ায় যে মোহশক্তি, সেই শক্তি জীবকে মোহিত করে, এবং তাহার বশে জীব ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া শোক দুঃখের অধীন হয় । অন্তপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু, জীব ব্রহ্মের বিপরীত । জীব দুঃখত্রয়ের অধীন,—ব্রহ্ম ক্লেশ-লেশ-বিহীন । জীব নিরম্য,—ব্রহ্ম নিরামক । জীব ব্যাপ্য,—ব্রহ্ম ব্যাপক । ব্রহ্ম বিভূ (সৰ্বব্যাপী) ও এক—জীব অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন,—অতএব এক নহে, বহু । এই মতদ্বৈধ স্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অৰ্জুনকে আত্মার অবিনাশতা বুঝাইতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥

অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাদ যুদ্ধাশ্চ ভারত ।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মৃত্যুতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাগং হস্তি ন হস্ততে ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্

নাগং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্ত্যতে হন্ত্যমানে শবীরে ॥—গীতা ২।১৭-২০

অচ্ছেদ্ব্যোহমদাহোহমক্রেদ্ব্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাণু রচলোহয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোহমচিন্ত্যোহমবিকার্যোহমুচ্যতে ॥—গীতা, ২।২৪

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টির ভাবার্থ এই :—

যাঁহা দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী, তিনি অব্যয় । তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না । দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাত্মীয় আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় । যে আত্মাকে হস্তা মনে করে, যে আত্মাকে হত মনে করে, তাহাবা উভয়েই অজ্ঞ । আত্মা হতও হন না, হননও করেন না । আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-হীন, অজ, নিত্য, শাস্বত ও পুরাণ । শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না । * * আত্মার ছেদন নাই, দাহন নাই, ক্লেদন নাই, শোষণ নাই । আত্মা নিত্য, সৰ্ব্বগত স্থাণু, অচল ও সনাতন ; আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য ।

ইহার দ্বারা জীবের লক্ষণ এইরূপ বলা হইল । জীব অজ, পুরাণ ; জীব নিত্য, সনাতন, অবিনাশী ; জীব স্থাণু, অচল, শাস্বত, অবিকার ; জীব সৰ্ব্বগত, অপ্রমেয় ; জীব অব্যক্ত ও অচিন্ত্য । অর্থাৎ,

(ক) জীবের উৎপত্তি বিনাশ, আদি অন্ত নাই ;

(খ) জীবের বিকার বিক্রিয়া নাই ;

(গ) জীব সৰ্ব্বব্যাপী ;

(ঘ) জীব অমেয় ।

উৎপত্তি-বিনাশ রহিতত্ব, বিকার-শূন্যত্ব, সৰ্ব্বব্যাপিত্ব এবং অমেয়ত্ব—এ সকল ব্রহ্মেরই লক্ষণ । অতএব, ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত করিয়া ভগবান্ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই উপদেশ করিলেন । এ কথা প্রতিপন্ন

ক্লরিতার জন্ত কোন বুদ্ধি তর্কের অবতারণা করিতে হয় না ; যেহেতু, ভগবান্ স্বয়ং একথা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন । যথা,—

অহংমাত্মা শুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।—গীতা, ১০।২০

‘হে অর্জুন ! সকল ভূতের বুদ্ধিস্থিত আত্মা আমিই ।’

ক্ষেত্রজ্ঞাংপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।—গীতা ১৩।৩

‘হে অর্জুন ! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও ।’

শরীরের একটি নাম ক্ষেত্র এবং শরীরী আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ।

ইদং শরীরং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ।—গীতা, ১৩।২

‘হে কুন্তীপুত্র ! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই ক্ষেত্রবেত্তা, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে ।’ ক্ষেত্রবেত্তা অর্থে—যিনি দেহে থাকিয়া “অহং মম” এই অভিমান করেন তিনি, অর্থাৎ জীব ।

আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ জীবকে নিজের অংশ বলিয়াছেন ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।—গীতা, ১৫।৭

‘জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ ।’ অংশ ও অংশী কখন ভিন্ন হইতে পারে না ।

ভগবান্ নিরবয়ব ; তাঁহার অংশ বস্তুতঃ সম্ভবপর নহে । তবে উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে । যেমন জলমগ্ন ঘটের অন্তর্গত জলাংশ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পৃথক্ ভাবনা করা যায় । কারণ, ভগবান্ বাস্তবিক অবিভক্ত হইলেও, উপাধির (দেহাদির) ভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া মনে হয় ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ ।হৃতম্ ।—গীতা, ১৩।১৭

ভগবান্ই যে জীবরূপে বিরাজিত, এ কথা শাস্ত্রের অন্ত্রত্রেও স্পষ্ট উপ-
দ্রষ্ট দেখা যায় ।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ বহু মানয়ন্ ।

ঈশ্বরে জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥—ভাগবত, ৩।২।২৯

‘এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে ; ভগবান্ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীব-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ।’ অন্তত্ৰও উপদিষ্ট হইয়াছে,—

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্ ।

‘ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে) দেহে পূজা করিবে ’

ভগবান্ই যে, দেহে দেহীরূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অন্তত্ৰও দেখিতে পাই ।—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোক্ত চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন পুরুষঃ পরঃ ॥—গীতা, ১৩।২৩

‘এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা ।’

কর্ষয়ন্তুঃ শরীরন্তং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাতৈবাস্তুঃশরীরন্তং তান্ বিদ্যান্তরনিষ্ঠয়ান্ ॥—গীতা, ১৭।৬

‘বাহারা আশুরিক সাধক, তাহারা শরীরের ভূতগ্রাম এবং শরীরস্থ (জীবরূপী) আমাকে (ঈশ্বরকে), দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ক্লেশ প্রদান করে ।’

যতন্তো যোগিনশ্চৈতনং পশুন্ত্যায়ত্তবস্থিতম্ ।—গীতা, ১৫।১১

আত্মনি = স্বস্থাং বুদ্ধৌ ।—শঙ্কর

‘যত্নশীল যোগিগণ বুদ্ধিতে অবস্থিত (জীবরূপী) পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।’

আর, গীতা যে ভাবে আত্মার নির্লেপত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয়, আত্মার ব্রহ্ম-স্বরূপতাই গীতার অভিপ্রেত ।

অনাদিদ্ধারিত্ত্বং গদ্বাং পরমাত্মারমব্যয়ঃ ।

শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥

যথা সৰ্ব্গতঃ সৌন্দ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্ব্বত্রাবস্থিতে' দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥—গীতা, ১৩।৩২-৩৩

‘সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নিশ্চল ; সেই জন্ত দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নিলেপ । যেমন সৰ্ব্গত হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হন না ।’

আত্মা যে বহু নহেন—এক, ইহাও গীতা স্পষ্টতঃ উপদেশ করিয়াছেন ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥—গীতা, ১৩।৩৪

‘যেমন এক সূর্য্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন ।’

ভাগবতও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।

যোনীনাং গুণবৈষম্যাং তথাহ্মা প্রকৃতো স্থিতঃ ॥—ভাগবত, ৩।২৮।৪৩

প্রকৃতো = দেহে ।—শ্রীধর

‘যেমন এক অগ্নি আধারের গুণ-ভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মা গুণের বৈষম্যে বিভিন্ন প্রতীয়মান হন ।’

জীব-ব্রহ্মের ঐক্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকেও বিস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে । অর্জুন ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুপক্ষীয়দিগের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে অসম্মত হইলে (তাহাতে তাহাদিগের বিনাশ করা হইবে, এই ভয়ে), ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—

অবিনাশি তু তর্হিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ভুতম্ ।

।বনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমর্হতি ॥

‘যাহা দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী ; অব্যয়ের কে বিনাশ করিতে পারে ?’

ব্রহ্মই জগদ্ব্যাপী ; অতএব, জীবের বিনাশ প্রসঙ্গে তাহাকে সর্বব্যাপী, সর্বগত, ইত্যাদি বলাতে, তাহার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য সূচিত হইল। ভগবান্ যে জগদ্ব্যাপী, ইহা গীতার অনেক স্থলে উপদিষ্ট দেখিতে পাই :—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যংস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥—গীতা, ১৩।২৮-২৯

‘বিনাশী ভূতসমূহে সমভাবে অবস্থিত, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই দৃষ্টিশীল ; সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তিনি আপনি আপনাব হিংসা করেন না এবং তাহার ফলে পরম গতি প্রাপ্ত হন।’

অত্ৰ গীতা বলিতেছেন,

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্দ্ধিনা ।—গীতা, ৯।৪

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।—গীতা, ৭।৭

যস্যাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ।—গীতা, ৮।২২

অর্থাৎ, ‘অব্যক্তরূপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি।’ ‘সূত্রে যেমন মণিগণ, তেমনি আমাতে জগৎ প্রোত রহিয়াছে।’ ‘সমস্ত ভূত যাহার অন্তঃপাতী, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।’

উপনিষদে যে ভাবে জীব-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এ সম্বন্ধে গীতার ও উপনিষদের উপদেশে কোন ভেদ নাই। গীতার বচনে আমরা জানিয়াছি, জীব আদি-অন্ত-হীন, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত। এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরোহমরোহমৃতোহমৃত্যুঃ ।

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ ।—কঠ, ২।১৮

ন জায়তে জিরতে বা বিপশিৎ ।—কঠ, ২।১৭

ন জীবো জিরতে । ইত্যাদি ।—ছান্দোগ্য, ৬.১১।৩

‘এই আত্মা (জীব) মহান্, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন, অভয় ।
এই জীব জন্ম-রহিত, নিত্য, চিরন্তন, পুরাতন । জীব জন্মেও না, মরেও না ।
জীব মরণ-রহিত ইত্যাদি ।’ *

জীব যে নির্বিকার, বিক্রিয়াশূন্য, ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে বাক্যেই
পাইয়াছি । নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অজর, অমর প্রভৃতি শব্দের প্রতি-
পাত্তিই ঐ । আরও বিস্পষ্ট উপদেশ নিম্নোক্ত উপনিষদ্বাক্যে :—

এতদৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা

অভিবদন্ত্যস্থলমনণ্ হৃদয়মদীর্ঘম্ ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮

অথ পরা পরা তদক্ষরমধিগম্যতে ।—মুণ্ডক, ১।১।৫

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ।—শ্বেত, ৬।১৩

‘ইনি সেই অক্ষর, বাহাকে ব্রাহ্মণেরা অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ
বলেন ।’ ‘যে বিজ্ঞার দ্বারা অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়, সেই পরা ।’
‘জীব নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে চেতন ।’ †

* বাদরায়ণ ২। ৩। ১৬ ব্রহ্মসূত্রে (চরাচরব্যাপাশ্রয়ন্ত স্যাৎ তদ্ব্যাপদেশো ভাস্কঃ
তদুতাবতাবিকাং) এ প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছেন । তাঁহারও সিদ্ধান্ত এই যে, চরাচর
দেহেরই উৎপত্তি বিনাশ, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই । দেহসম্পর্কিত জীবের যে জন্মমৃত্যু
বলা হয়, তাহা ভাস্ক । ‘নহু লৌকিকো জন্মমরণব্যাপদেশো জীবস্য দশিতঃ ; সত্যং
দশিতো ভাস্কস্বেব জীবস্য জন্মমরণব্যাপদেশঃ । কিমাত্রয়ঃ পুনরয়ং মুখ্যো বদপেক্ষয়া
ভাস্ক ইতি উচ্যতে চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ । স্থাবরজঙ্গম শরীরবিষয়ো জন্মমরণশব্দৌ ।’—
শঙ্করভাষ্য ।

† এ বিষয়ে বাদরায়ণের সূত্র এই :—বাস্থ্য প্রভে ন্তিত্যত্বাচ্চ তাত্যঃ ।—

গীতাবাক্যে আমরা জানিয়াছি, জীব সর্বব্যাপী । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ ।

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা ।—বৃহদ. ৪।৪।২২

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।—শ্বেত, ৬।১১

‘জীব আকাশবৎ সর্বগত ও নিত্য । সেই আত্মা (জীব) মহান্ ও অজ ।’ ‘তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা’ ইত্যাদি । *

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।—২।৩।৪২ সূত্র ।

অর্থাৎ, আত্মার উৎপত্তি শ্রুতিসিদ্ধ নহে । শ্রুতি আত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন । আত্মা যে জড় নহেন (চিৎস্বরূপ বা জ্ঞাতৃস্বরূপ) বাদরায়ণ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন । জ্যোতিতএব ।—২।৩।১৮ ব্রহ্মসূত্রে ।

* জীব বিভূ বা অণু—বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৯ হইতে ৩২ সূত্রে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসম্ভব । তাঁহার একটি সূত্র এই,—“নাণুরতচ্ছূ তেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ ।” রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র । তাহা যদি হয়, তবে বাদরায়ণের মতে, জীব অণুপরিমাণ । কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইহা পূর্বপক্ষ-সূত্র । ইহার উত্তরসূত্র ‘তদণুসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রোক্তবৎ ।’ অতএব, শঙ্করের মতে, বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এট বে, জীব বিভূ, মহৎ পরিমাণ । বাস্তবিক কিন্তু নিরাকার বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নহে । তবে তাঁহার উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার পরিমাণের কথা মৌলভাবে বলা যায় । যদি হৃদয় বা দহর-পুণ্ডরীক—যাহা আত্মার উপাধি—সেই উপাধিকে লক্ষ্য করা যায়, তবে জীবকে অণু-পরিমাণ বলা অসঙ্গত নহে । ২।৩।২৪ ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ জীবের হৃদয়ে স্থিতির বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—“অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি” । হৃদিহেব আত্মা পঠ্যতে বেদান্তেষু । ‘হৃদি হেব আত্মা’ ‘স বা এষ আত্মা হৃদি’ ‘কলম আন্তেতি যোরং বিজ্ঞানবরঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ’ ইত্যাদ্যুপদেশেভ্যঃ ।”—শঙ্করতাব্য

আমরা জানিয়াছি, গীতার মতে জীব অমেয় ; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; অচিন্ত্য ও অব্যক্ত । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

তং হৃদর্শং গূঢ়মনু প্রবিষ্টং

জুহাতি তং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্ ।—কঠ, ১।২।২২

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগূর্ণশ্চ ।—শ্বেত, ৬।১১

নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্যুং শক্যে ন চক্ষুষা ।—কঠ, ৬।১২

‘তিনি হৃদর্শ, গহন, প্রচ্ছন্ন, জুহাতি, গহ্বরেস্থ, পুরাণ ।’

‘তিনি সাক্ষী, চিৎ-স্বরূপ, কেবল (নিরূপাধি), নিগূর্ণ ।’

‘তঁাহাকে বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সাধ্য নহে ।’

তথাপি তিনি মার্জিত বুদ্ধির, যোগসিক চিত্তের লক্ষ্য হইবেন ।

‘এষোহগুরায় চেষ্টসা বোদিতব্যঃ ।—মুণ্ডক, ৩।১।৯

‘এই সূক্ষ্ম আত্মা (বিগুণ) চিত্তের জ্ঞেয় ।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধারো হর্ষশোকো জহাতি ।—কঠ, ২।১২

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন ।’

হৃদা মনোবা মনসাভিকণ্ঠে

য এতদ্ বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৬।৯

‘তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইবেন ; তঁাহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয় ।’

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক-

দাবৃত্তচক্ষুরমৃতমিচ্ছন্ ।—কঠ, ৪।২

‘কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া (বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ।’

গীতার প্রমাণে আমরা বুঝিয়াছি, আত্মা অকর্তা, অথচ ভোক্তা ।
এ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশ এইরূপ :—

ধ্যায়তীব লেলায়তীব ।—বৃহদ্, ৪।৩।৭

‘জীব যেন ধ্যান করে, যেন লেলায়ন করে ।’

আত্মোল্লসমানোবুজঃ ভোক্তেত্যাহম্ননৌষিণঃ ।—কঠ, ৩।৪

অর্থাৎ, ‘ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি উপাধিবুক্ত হইলেই জীবকে ভোক্তা বলিয়া
বোধ হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে জীব অসঙ্গ, নির্লেপ ।’

অসঙ্গোত্যয়ং পুরুষঃ ।—বৃহদ্, ৪।৩।১৫

‘এই পুরুষ (জীব) অসঙ্গ ।’ *

গীতার প্রমাণে আমরা জানিয়াছি, আত্মা বহু নহেন, আত্মা এক ।
উপনিষদ্ স্পষ্ট ভাষায় ইহার উপদেশ দিয়াছেন ।

আকাশেনেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ ।

তথাঐক্যে তেনেকন্তো জলাধারেঘিবাংশুমান ॥

* বাদরায়ণ ২।৩।২০ সূত্রে (কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাৎ) আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এবং ৩৩ ইহতে ৩৯ সূত্রে তাহার সমর্থক যুক্তির উপস্থাপন করিয়াছেন । সেই যুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সাংখ্যেরা যে, প্রকৃতিকে কর্তারূপে প্রতিপন্ন করেন, সেই মতের নিরাস করাই তাঁহার অভিপ্রেত । আত্মা যে বাস্তবিক কর্তা নহেন, আত্মার কর্তৃত্ব যে অধ্যাসমাত্র,—এ কথা বাদরায়ণের অনাভিমত নহে । সেই জন্য তিনি সূত্র করিয়াছেন,—যাবদাত্মতাবিদ্বাচ্চ ন দোষস্তদ্বর্ণনাৎ ।—২।৩।৩০ ব্রহ্মসূত্র । ইহার ভাষ্য লঙ্কর লিখিয়াছেন,—যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধে স্তাবৎ জীবত্বং সংসারিভ্যম্ । পরমার্থতস্ত ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপন্নিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেনাस्তি ।’ যথা চ তক্ষো-ভয়থা (২।৩।৪০ সূত্র)—এই সূত্রের প্রসঙ্গে ভারতীতীর্থ লিখিয়াছেন :—যথা জ্বাকুহ্ম-সন্নিধিবশাৎ ক্ষটিকে রক্তস্বমধ্যস্থং তথা অস্তঃকরণসন্নিধিবশাৎ কর্তৃত্বম্ আত্মত্বাভ্যন্তরে, কিন্তু কর্তা হইলেও জীব যে স্বতন্ত্র নহে, ঈশ্বরপরতন্ত্র, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়াছেন,—পর্যায় তু তচ্ছবুভেঃ ।—২।৩।৪১ ব্রহ্মসূত্র

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একথা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মসিন্ধু, ১১-১২

‘যেমন এক আকাশ ঘটাভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য্য জলের আধারভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া বিভিন্ন হইয়াছেন ।’

‘একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন ।’ এই আভাস বা প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ ।—২।৩।৫০ সূত্র

অনুত্র তিনি বলিয়াছেন,

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥—৩।২।১৮ সূত্র

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই স্বীকার করেন, উপরে যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইল, এই সূত্রে বাদরায়ণ সেই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন । তাহা যদি হইল, তবে তাঁহার মতে, আত্মা যে এক, বহু নহেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে ।

গীতা হইতে আমরা জানিয়াছি, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন । বেদের মহাবাক্য ঐ সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন । “তত্ত্বমসি,” “সোহহং,” “অহং ব্রহ্মাস্মি,” “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম,”—চারি বেদের এই মহাবাক্যচতুষ্টয় একবাক্যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন করিতেছে । *

* এই প্রসঙ্গে কোষীতকী উপনিষদের নিম্নোক্ত বচন প্রণিধান-যোগ্য ;—

এষ লোকপালঃ । এষ লোকাধিপতিঃ । এষ সর্বেশঃ । স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ ॥—কোষীতকী, ৩।৮

‘ইনি (ঈশ্বর) লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই আমার আত্মা, ইনিই আমার আত্মা ; ইহাই জানিবে ।’

বাদরায়ণ যে ভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, জীব-ব্রহ্মের অভেদই তাঁহার অনুমোদিত। প্রথমতঃ, বাদরায়ণ বলিতেছেন, জীব ব্রহ্মের অংশ—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি।—২।৩।৪৩ সূত্র

অংশ ও অংশীতে স্বরূপগত কোন ভেদ সম্ভবে না, কেবলমাত্র উপাধিগত ভেদ। অতএব, ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

আপত্তি হইতে পারে, জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন, তবে জীবের দুঃখ-দৈন্তে ব্রহ্মও দুঃখিত হইবেন। তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন—

প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ।—২।৩।৪৬ সূত্র

‘যেমন সূর্য্যারশ্মি উপাধিবশে সরল বক্র বোধ হইলেও সূর্য্য তদ্ব্যাপন্ন হন না, সেইরূপ ব্রহ্মের জীবাংশ দুঃখবোধ করিলেও ব্রহ্ম দুঃখিত হন না।’

এবমাবজ্ঞাপ্রতাপস্তাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যপত্তিতে জীবাণ্যেংশে দুঃখায়মানেনপি ন তদ্বান ইশরো দুঃখায়তে।—শঙ্কর।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ, তবে শাস্ত্রে তাহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—দেহ-সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া। যেমন অগ্নি এক হইলেও শ্রশানাগ্নি হয়, এবং হোমাগ্নি উপাদেয়—এস্থলেও সেইরূপ।

অনুজ্ঞাপরিহারো দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ।—২।৩।৪৮ সূত্র

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে কৰ্ম্মসাংকার্য

য এবং আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি।—ছান্দোগ্য, ৪।১।১১

‘আদিত্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, আমিই সেই, আমিই সেই।’

হয় না কেন ? অর্থাৎ এক জীবের কৰ্ম্ম অগ্ন জীবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না কেন ? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অসম্বৃত্তেচ্চাব্যতিকরঃ ।

আভাস এব চ ১—২।৩।৪২-৫০ ব্রহ্মসূত্র ।

উপাধিতস্তো হি জীব ইত্যুক্তম্ । উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসংতানঃ । ততশ্চ কৰ্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি । আভাস এব চৈষ জীবঃ পরন্তান্ননো জলস্থ্যাকাশদবৎ প্রতিপত্তব্যঃ । ন স এব সাক্ষারান্নপি বস্তুস্তরম্ । অতশ্চ যথা নৈকস্মিন্ জলস্থ্যাকে কম্পমানে জলস্থ্যাকাস্তরং কম্পতে । এবং নৈকস্মিন্ জীবে কৰ্ম্মফলসম্বন্ধিনি জীবাস্তরস্ত তৎসম্বন্ধঃ । এবমব্যতিকর এব কৰ্ম্মফলয়োঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব উপাধিতস্ত । যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন সেই উপাধি সমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন ? অতএব, জীবগণের কৰ্ম্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না । যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ জীবে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । জীব ঠিক ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থও নহেন । যেমন এক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সেই জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও, অগ্ন জলে বিম্বিত সূর্য্য কম্পিত হয় না ; সেইরূপ এক জীবের কৰ্ম্মফলসম্বন্ধ হইলেও অগ্ন জীবের হয় না । অতএব, জীবগণের কৰ্ম্ম-সাংকর্য্যের আশঙ্কা অমূলক ।’ *

সত্য বটে, বাদরায়ণ অগ্ন ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে জীব যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব, ইহা বলা হয় নাই । বাদরায়ণ প্রথমতঃ এইরূপে পূৰ্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন,—

ইতরব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।—২।১।২১ সূত্র

* এ সম্বন্ধে অন্যান্য আপত্তির উত্তর দিয়া বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রত্রয়ের রচনা করিয়াছেন ;—

অদৃষ্টানিয়মঃ । অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবম্ । প্রাদেশাদিতি চেৎ নাস্তিৰ্ভাবাৎ ।

‘জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হন, তবে ত তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি কেন নিজের বন্ধনাগার দেহ সৃষ্টি করিলেন? নিম্নলি তিনি, এই মলিন দেহে কেনই বা প্রবেশ করিলেন? যদিই বা করিলেন, কেন এই দুঃখকর বস্তু ছাড়িয়া সুখকর বস্তু সৃষ্টি করিলেন না? অতএব, জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার হিতের অকরণ এবং অহিতের করণ স্বীকার করিতে হয়।’ * ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ।—২।১।১২ সূত্র

যৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকম্ অশ্রুৎ তদ্ব্যং জগতঃ সৃষ্টৃ ক্রমঃ । ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে । * * ন তু তং (শারীরং) বয়ং জগতঃ সৃষ্টারং ক্রমঃ । কুত এতৎ ? ভেদনির্দেশাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম (সত্ত্ব) , যিনি জীব হইতে অধিক, তিনিই জগতের সৃষ্টা । জীব তো জগৎ-সৃষ্টা নহেন । কারণ জীব হইতে তাঁহাকে ভিন্ন বলা হইয়াছে । অতএব, ব্রহ্মে হিতাকরণ প্রভৃতি দোষ উঠিতে পারে না ।’ পরবর্তী এক সূত্রেও বাদরায়ণ ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন ; তাহারও এই ভাবে সমন্বয় হইতে পারে । বাদরায়ণের সূত্র এই,—

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণশ্চৈবং তদদর্শনাৎ ; ৩।৪।৮ সূত্র

‘অধিকস্তাবৎ শারীরাদ্ আত্মনোহসংসারী ঈশ্বরঃ কর্তৃত্বাদিসংসারিধর্ম্মরহিতোহপহত-পাপাঙ্কাদিবিশেষণঃ পরমাত্মা বেদ্যে নোপদিশ্যতে বেনান্তেহু । * * তথাহি তদধিকং শারীরাদ্ ঈশ্বরম্ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতম্ ।’—শঙ্করভাষ্য ।

* তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টৃ ভং তৎ শারীরশ্চৈব ইত্যতঃ স্বতন্ত্রঃ কর্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ সৌমেনস্তকরং কুর্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরাযোগাদ্তনেকানর্থজালম্ । ন হি কশ্চিদ্ অপর-তন্তো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃষ্টাং নু প্রবিশতি ; ন চ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্ অত্যন্তমলিনং দেহম্ আত্মবে নোপেয়াৎ । কুতমপি কথঞ্চিৎ যদ্ দুঃখকরং তদ্ ইচ্ছয়া জহাৎ । সুখকরমেবোপাদদাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্মা) অধিক। কারণ, বেদান্তবাক্য তাঁহাকে অসংসারী, কর্তৃত্বাদি সংসার-ধর্ম্মরহিত, অপহতপাপ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেদে বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। অতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন।’ *

জীব ও ঈশ্বরের এই যে ভেদ, ইহা স্বরূপ-গত ভেদ নহে, উপাধিগত। এ ভাবে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বটেন, কিন্তু অংশী ও অংশের মধ্যে, বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ থাকিতে পারে না। অংশের অপেক্ষা অংশী অধিক বটে, প্রতিবিশ্বের অপেক্ষা বিশ্ব অধিক বটে, ছায়ার অপেক্ষা কায়া অধিক বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি স্বরূপের ভেদ থাকিতে পারে? এইরূপই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। সেই জন্য এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, —

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” “সোহংদ্রষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” “শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাম্ব্যাকৃতঃ” ইত্যেবংজাতীয়কঃ কর্তৃকর্মাভিভেদনির্দেশো জ্ঞাবাদাধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। ননু অভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যেবং জাতীয়কঃ। কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সংভবেয়াম। নৈব দোষঃ। আকাশঘটাকাশত্বায়েনোভয়সম্ভবস্ত তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবং জাতীয়কেন অভেদনির্দেশনাত্তেদঃ প্রতিবেদিতো ভবতি অপগতঃ ভবতি তদা জীবন্ত সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ শ্রুত্বং।”

* বাদরায়ণ অথ প্রমত্তেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, — নেতরোঃনুপপত্তেঃ। ভেদব্যাপদেশাচ্চ—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৬-১৭)। এই সূত্রের কিন্তু অভিপ্রায় অগ্ন্যরূপ। ‘তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানমস্মাদ্ অগ্নোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ’—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বচনে জীব না ব্রহ্ম ঐহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? বাদরায়ণ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম, জীব নহে। কেন? জীব বলিলে অনুপপত্তি হয়। আরও দেখা যাইতেছে, সেখানে জীব ও আনন্দময়কে ভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ‘তস্মাদ্ আনন্দ-ময়াধিকারে রসোবৈ সং রসং হেবায়ং লক্শনান্দী ভবতি ইতি জীবানন্দময়ো ভেদেন ব্যপদিশতি।’—শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, ‘শ্রুতি কোথাও তত্ত্বমসি প্রভৃতি উপদেশ দিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। কোথাও বা কর্তা কৰ্ম্মাদির নির্দেশ করিয়া, ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যথা—“আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন করা উচিত,” “আত্মারই অন্বেষণ, অনুসন্ধান করা উচিত,” “হে সোম্য! তখন (জীব) সত্তের (ব্রহ্মের) সহিত সংযুক্ত হয়,” “দেহী আত্মা (জীব), প্রাক্ত আত্মা (ব্রহ্ম) কর্তৃক সংবেষ্টিত” ইত্যাদি। জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বলি যে,—এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ, ভিন্ন অথচ অভিন্ন, ইহাও তদ্রূপ। যখন ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি অভেদ-প্রতিপাদক উপদেশ দ্বারা অভেদের উপলব্ধি হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব অপগত হয়।’ তবেই প্রতিপন্ন হইল, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন—তঁাহাদের মধ্যে কেবল উপাধি-গত প্রভেদ।

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক এই সকল শ্রুতি-বাক্যের যথার্থ মন্য লোপ হওয়াতে অজ্ঞ দুর্বল দুঃখক্লিষ্ট পাপবিদ্ধ জীব, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্বজ্ঞ নিম্নল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়াছে। তাহার ফলে, সমাজে নানা অনিষ্টের উপদ্রব ঘটিয়াছে। কৰ্ম্মহীনতা, কঠোরতা, দার্ভিকতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থ-পরতা, অনধিকারীর সংসার-বিমুখতা প্রভৃতি এই বীজেরই ফলবান্ বৃক্ষ *। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্ফুলিঙ্গ (Spark)।

* ইহার একটা চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কৃত-কাবি রঙ্গচন্দ্রে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন ঐশ্বরিককে প্রতিবেশিনীরা গল্পনা দিলে, সে অশেষতমের দোহাই দিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, পতিতে ও উপপতিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভয়ের মধ্যে ভেদ-জ্ঞান করা নিতান্তই মুঢ়তার কাণ্ড !

যথা সূদীপ্তাং পাবকাং বিক্ষুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।

তথাক্ষরাং বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

ঐজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ।—মুণ্ডক, ২।১।১

[ভাবাঃ = জীবাঃ]

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যাচরন্ত্যেবমেবান্নাদান্ননঃ সর্কে প্রাণাঃ সর্কে লোকাঃ সর্কে দেবাঃ সর্কানি ভূতানি ব্যাচরন্তি ।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২ •

‘যেমন সূদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান্) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয় ।’

‘যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয় ।’ *

জীব যে ব্রহ্মাংশ, একথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।—গীতা, ১৫।৭

‘আমারই (ভগবানেরই) অংশ জীবলোকে সনাতন জীবরূপে অবস্থিত ।’
ব্রহ্মসূত্রেরও ঐ মত ;—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ।—২।৩।৪৩ সূত্র

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্যমুক্তশ্চভাবান্ ।

* অথাপি স্তাং পরশ্চৈব তাবদান্ননোহংশো জীবোহগ্নেরিব বিক্ষুলিঙ্গাঃ । তত্রৈব সতি যথাগ্নীবিষ্কুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তি ভবত এবং জীবৈধরয়োঃপি জ্ঞানৈবধ্যশক্তি । * * অত্রোচ্যতে । সত্যপি জীবৈধরয়োঃশাংশিতাবে প্রত্যক্ষমেব জীবস্ত জীবরবিপরীতধর্মদ্বন্ ।—৩।২।৫ সূত্রের শঙ্করভাষ্য

‘জীব নিত্য-মুক্ত-স্বভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ ।’

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-গত কোন প্রভেদ নাই ; উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ, ব্রহ্মে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত, কিন্তু জীবে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব অব্যক্ত । সেই জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ । —২।১।২২ সূত্র

‘ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, যেহেতু ঋতি উভয়ের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন ।’

সৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সন্ধিনী, চিৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সঙ্ঘিৎ এবং আনন্দ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম হ্লাদিনী । ইহাদিগেরই নামান্তর বা ভাবান্তর—জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি । সঙ্ঘিৎ = জ্ঞান-শক্তি, হ্লাদিনী = ইচ্ছা-শক্তি, এবং সন্ধিনী = ক্রিয়া-শক্তি । খেতাখতর-উপনিষদ্ ভগবানের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন,—

পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রুতে

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥ —শ্বেত, ৩।৮

‘তাহার পরমশক্তি বহুরূপ ঋত হয় ; তাহার জ্ঞান-শক্তি, বল- (ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি স্বাভাবিক ।’

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সঙ্ঘিৎ ত্রয়্যেকৈ সর্বসংস্থিতৌ ।

‘এই শক্তি-ত্রয়—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সঙ্ঘিৎ—অদ্বিতীয় বিশ্বাধার ভগবানে প্রকাশিত ।’ কিন্তু জীবে ইহারা অব্যক্ত । জীবে যখন এই তিন শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়, জীবের যখন সৎ-ভাব, চিৎ ভাব ও আনন্দ-

ভাব সম্পূর্ণ সুব্যক্ত হয়, তখন জীব ঈশ্বর হন। তখনই জীব বলিতে পারেন,

সোহম্, অহং ব্রহ্মস্মি।

‘আমিই তিনি, আমি হই ব্রহ্ম।’

সত্য বটে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

‘জীব ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম হন।’

কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়।

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার পূর্বে জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। জীবের যে অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ-ভাব, তাহাকে সুব্যক্ত করিতে হইবে। এক কথায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে বৃহৎ অগ্নি হইতে হইবে। তবেই জীব ব্রহ্ম হইতে পারিবে। তবেই জীব “সোহম্”, “অহং ব্রহ্মস্মি” বলিবার অধিকারী হইবে।

বলা বাহুল্য, সাধারণ জীব যাহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করে, তাহা প্রকৃত আত্মা নয়; তাহা উপাধিতে স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়া মাত্র। এ আত্মা কখনই ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মের সহিত ইহাকে অভিন্ন মনে করা বিষম বিভ্রম। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দহরাকাশে ভগবান্ যে নিগূঢ় রহিয়াছেন, যাহাকে গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ প্রভৃতি বিশেষণে উপনিষদ্ বিশেষিত করিয়াছেন [গুহাহিতঃ গহ্বরেষ্ঠঃ পুরাণম্—কঠ], তিনিই প্রকৃত আত্মা। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মার আবাস বলিয়া দেহকে ব্রহ্মপুর বলে। *

* জার্মান তত্ত্ববিৎ নোভ্যালিস (Novalis) শরীরকে 'Tabernacle of God' বলিয়াছেন।

অথ যদিদম্ অগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম, দহরোহগ্নিন্ অন্তর্-আকাশঃ
তগ্নিন্ বদন্তঃ তদ্ অশ্বেষ্টব্যং তদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।১

‘এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-রূপ এক গৃহ আছে ; তথায়
ক্ষুদ্র অন্তর্-আকাশ বিরাজিত । তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ
করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য ।’

এই অন্তর্-আকাশ কি ? শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই আকাশই ব্রহ্ম ।
বেদান্তের পরিভাষায় হৃদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ । এই আকাশ
যে আত্মা, ইহা উপনিষদেই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ;

এষ আত্মাপহতপাপা বিজরোবিস্মৃত্যবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসংকল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫

‘ইনিই আত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, সত্য-
কাম, সত্য-সংকল্প ।’

উপাধির সূক্ষ্মতা উপলক্ষ্য করিয়া এই আত্মাকে অণু বলা হয় ;
অণুরেষ আত্মা ।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,
অণোরণীয়ান্—

‘তিনি অণু হইতে অণু’ ; অথচ তিনি
মহতো মহীয়ান্ ।

‘মহান্ অপেক্ষাও মহান্ ।’

কারণ, যে আত্মা দহর-পুণ্ডরীকে বিরাজিত আছেন, তিনিই জগতের
সর্বত্র অনুস্থিত আছেন । সেইজন্য ছান্দোগ্য-উপনিষদ বলিতেছেন,—

যাবাষা অয়মাকাশ স্তাবানেষোহস্তহৃদয় আকাশঃ । উভে অগ্নিন্যাবা পৃথিবী
অন্তরেব, সমাহিতে উত্তাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্বান্ধ্রকজ্ঞানি যচ্চাস্ত্রেহান্তি
যচ্চ নান্তি সর্বম্ তদগ্নিন্ সমাহিতম্ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩